Vol. 1 | No. 1 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিদ্যাসুন্দরের কবি: দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান

Volume	1
Issue	1
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 15, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.6
Pages	৭৭-১৩৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বিদ্যাসুন্দরের কবি:
(ক) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খৃস্টাব্দ) ও
(খ) সাবিরিদ খান (১৫১৭-৮৫ খৃস্টাব্দ)

Check for updates

আহমদ শরীফ

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

Online ISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 1
Number 1
Year 1957

সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা ১৩৬৪ (১৯৫৭)
বর্ষ: ১ সংখ্যা: ১ পৃষ্ঠা: ৭৭-১৩৫

DOI 10.62328/sp.v1i1.6

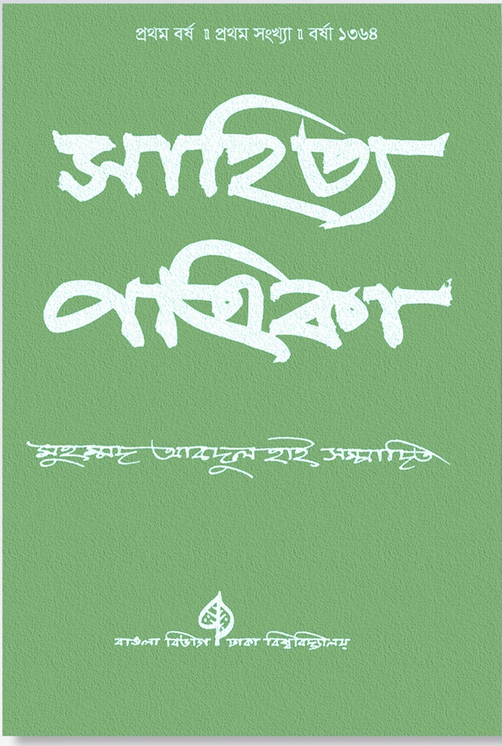

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যাসুন্দরের কবি ঃ

(ক) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫২০—৩২ খৃস্টাব্দ)

ও

(খ) সাবিরিদ খান (১৫১৭—৮৫ খৃস্টাব্দ)

সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনেক কবি পাঁচালী বা গীতি-নাট্য রচনা করেছেন। এ কাহিনীর উদ্ভব সম্বন্ধে আজো মতানৈক্য বর্তমান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বররুচি নামক কোন কবিকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের (সংস্কৃত) আদি রচয়িতা বলে মেনে নিয়েছেন,[১] অবশ্য তিনিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন। তিনি বিশ্বাস করেন,—"বিদ্যাসুন্দরেব গোড়া কিন্তু গুজরাটের অনহিল পত্তনে ইংরেজী ১১ শতকে। সেখানে বিল্হন নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন, ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। সেই সময় তিনি ৫০টি কবিতা রচনা করেন। সেই পঞ্চাশটি কবিতার নাম "চোর-পঞ্চাশিকা।"[২]

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রও বররুচিকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি রচয়িতা সাব্যস্ত করেছেন।[৩] এ কাব্যের কতগুলো শ্লোকের সঙ্গে জীবানন্দবিদ্যাসাগর সংকলিত 'কাব্য-সংগ্রহে'র তৃতীয়খণ্ডে ধৃত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের শ্লোকগুলোর মিল আছে।[৪] আবার উক্ত কাব্য সংগ্রহের ১ম খণ্ডের চৌর পঞ্চশিকা এবং ৩য় খণ্ডের খণ্ডিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর শ্লোকগুলো একত্র সংগ্রথিত হয়ে ইশানচন্দ্র ঘোষের প্রকাশনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবি রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নন্দলাল দত্ত ভূমিকায় একটি সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু অধ্যাপক মিত্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অনুরূপ। অধ্যাপক

১। বিদ্যাসুন্দর-বররুচি প্রণীত হর প্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২। মুখবন্ধ-বলরাম কবি শেখের রচিত কালিকা মঙ্গল-চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত।

৩। **The long lost sanskrit Vidyasundar-Proceedings of 2nd Oriental confer PP 215-20.**

৪। বলরামের কালিকা মঙ্গল-ভূমিকা।

মিত্রের গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ৫৪৫ এবং ঈশান ঘোষের বিদ্যাসুন্দর বা কাব্য সংগ্রহ, বা রামতর্কবাগীশের কাব্যসন্দীপনীর বিদ্যাসুন্দরের শ্লোক সংখ্যা ৫৪টির অধিক নয়।৫ সুতরাং আমরা অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ মিত্রের 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম'কে পূর্ণাঙ্গ বলে মেনে নিতে পারি। এবং এভাবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতা কোন এক বররুচি বলেও প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু এ বিদ্যাসুন্দর কাহিণীর ভিত্তি হচ্ছে চৌর-পঞ্চসিকা বা চৌর—পঞ্চাশৎ নামক ৫০টি শ্লোক সমষ্টি। উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কবি বিল্‌হন রামতর্কবাগীশের মতে নায়কসুন্দর নিজে এবং অন্য অনেকের মতে চৌর নামক কবি। এ বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ এই যে 'চৌর-পঞ্চাশিকা' বিদ্যাসুন্দর কাহিণী-নিরপেক্ষ শ্লোক হলেও বররুচির কাব্যে ও'গুলো উক্ত কাব্যের অঙ্গস্বরূপ কল্পিত হয়েছে। ফলে 'চৌর-পঞ্চাশিকা' বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অন্যতম নামরূপে ধারণা হয়ে গেছে। বিল্‌হন–কাহিণীও সাদৃস্য বশতঃ 'চৌরপঞ্চাশৎ এর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে।

"পক্ষান্তরে চৌর–কবি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী কবি জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার নাম বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই। জয়–দেব তাঁহার 'প্রসন্ন রাঘব' নাটকের প্রারম্ভে চৌর কবি সম্বন্ধে প্রশস্তি করিয়া-ছেন"। (১)

বিল্‌হন বা বিহ্‌ল্‌নও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধেও রাজকন্যার সংগে প্রণয় ঘটিত একটি কাহিণী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রয়েছে। একারণে মনে হয় বিল্‌হন কাব্য, চৌরপঞ্চাশিকা এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিণীর প্রচার ও প্রসার বাংলা দেশেই বিশেষভাবে হয়েছিল, এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনী-কান্ত দাস যা' বলেছেন তা' প্রণিধান যোগ্য (২)—"

—"কঙ্করচিত বিদ্যাসুন্দর ছাড়া (এটা সত্যপীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক) বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সকল বিদ্যাসুন্দরই কালিকা মঙ্গলের অন্তর্গত কাব্য এবং কালী মাহাত্ম্য

৫। ত্রিদিব নাথ রায় প্রদত্ত পরিচিতি অনুসরণে ভারতচন্দ্র লিখিত গ্রন্থাবলীর (সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত লিখিত) ভূমিকা (২য় ভাগ)।

১। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (২য় ভাগ) ভূমিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।

২। ঐ ঐ

প্রচারকল্পে রচিত। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম পুথিতে সূত্রপাতেই 'ওঁ নমঃ কালিকায়ৈ' লিখিত আছে। এবং তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার কালীকে তাঁহার কুল-দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালিকা মাহাত্ম্য এক বঙ্গদেশেই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের অন্যত্র অবাঙ্গালীদের মধ্যে কালী সাধনা বিরল। বাংলার বাহিরে কালী মাহাত্ম্য প্রচারক কোনও কাব্যই দৃষ্ট হয় না। বিদ্যাসুন্দরের কাহিণীও অন্যত্র প্রসার লাভ করে নাই, বররুচির বিদ্যাসুন্দর কাব্যও বাংলা দেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুথিও বাংলা অক্ষরে লিখিত। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে, সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য কোনও প্রাচীন বাঙ্গালী কবিরই রচনা। গ্রন্থকারের নাম হয়ত বররুচি ছিল, না থাকিলেও তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ; বাংলা বিদ্যাসুন্দরপাঁচালী বা গীতি নাট্যগুলোর আদি উৎস হচ্ছে বররুচির সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্' এবং এটিই কোন কোন বাঙ্গালী কবির কাছে চৌরের কাহিণী বা চৌর পঞ্চাশিকা নামে পরিচিত ছিল। তিন দেশের (চৌরের কাশ্মীর, বিহল্‌নের দাক্ষিনাত্য-অনহিল পত্তন এবং বাংলার বর্দ্ধমান) তিনটি কাহিনীর সাদৃশ্যবশতঃ বিভ্রান্তির ফলে বিভিন্ন কবির মধ্যে দেশ ও নামগত কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। নিছক মানবীয় রোমান্স—এ কাহিণীটিও মধ্যযুগের পরিবেশে কালিকামঙ্গলের আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবু জনসাধারণ একে মানবীয় প্রণয় কাহিণীরূপেই আস্বাদন করত ; তাই একজন মুসলমান কবিও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন, ইনি কবি সাবিরিদ খান।

এমনিতেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ও রূপকথায় চুরি-বিদ্যাও চুরি-কৌশল সম্বন্ধে নানা কথা ছড়িয়ে রয়েছে। চুরি-বিদ্যা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় অর্জ্জন-সাপেক্ষ শাস্ত্র বলে পরিগণিত হত। এ শাস্ত্রের দু'খানি গ্রন্থের নাম-সম্মুখকল্প ও চোরচর্যা।(১)

চুরির পূর্বে চোর কর্তৃক কালী পূজার কথা চৈতন্য ভাগবত ও ধর্মমঙ্গলেও উল্লেখিত আছে। চোরের ন্যায় সুন্দরের বিদ্যা-বিহারে গমন সংবলিত কাহিণী তাই বোধ হয় কালিকা মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস-আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—পৃঃ ৪৬২

কেউ কেউ ময়মনসিংহবাসী কবি কঙ্ককে বিদ্যাসুন্দর পাঁচালীর আদি রচয়িতা বলে মনে করেন। এর কারণ, কঙ্কের পাঁচালীতে নিম্নরূপ চৈতন্যদেব বন্দনা রয়েছে।

কলিতে গৌরাঙ্গ বন্দোঁ কৃষ্ণ অবতার।
যাহার দর্শনে হয় পাতকী উদ্ধার॥

*   *   *   *

কবে বা হেরিব আমি গোরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম॥

পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্পমতি।
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥

কিন্তু এ বন্দনাকে প্রক্ষিপ্ত না বলে উপায় নেই। কারণ কঙ্ক লিখেছেন—"গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী" এই পীর সত্যপীর। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে লৌকিক দেবতা সত্যপীর, বা সত্য নারায়ণ দক্ষিণের রায়, কালুপীর, বড়গাজী খাঁ পীর প্রভৃতির কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সুতরাং একারনেই আমরা উক্ত চৈতন্য বন্দনা কঙ্করচিত কাব্যাংশ বলে স্বীকার করতে পারিনে। বন্দনাটি নিশ্চয়ই চৈতন্য-সমকালীন কোন রচনা থেকে পরবর্ত্তীকালে কোন বৈষ্ণব বা চৈতন্যানুরাগী লিপিকার কাব্যশীর্ষে জুড়ে দিয়েছে। কঙ্ক সতের শতকে বর্তমান ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। ডাঃ সুকুমার সেনও কঙ্ককে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতা বলে স্বীকৃতি দেননি। (১) তর্কের খাতিরে যদি কঙ্ককে চৈতন্য সমসাময়িক কবি বলে স্বীকারও করেনি, তাতেও আমরা দেখতে পাই, দ্বিজশ্রীধর ও কঙ্কের পরবর্ত্তী কালের লোক নন। পরে আমরা দ্বিজ শ্রীধরের সময় দেখাচ্ছি। বিদ্যাসুন্দরের বারজন কবির কাব্য এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে—দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান, কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম বলরাম, গোবিন্দ দাস, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত, রামপ্রসাদ, কবীন্দ্রচক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ফুট নোট-৮৬১পৃঃ

এঁদের মধ্যে অনেকেই আঠার শতকের কবি।

বিদ্যাসুন্দরের চারজন কবির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। এ চারজন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান, গোবিন্দদাস ও নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন। এঁদের মধ্যে শ্রীধর গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহের (১৫৩২—৩৩ খৃঃ) আদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেন। গোবিন্দদাস "মুনি অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত। এইকালে রচিত কালিকা-চণ্ডীর গীত।।" বা ১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কালিকামঙ্গল রচনা করেন। নিধিরাম আচার্য "শকাব্দ ষোড়শ শত জলনিধি বসু" সময়ে বা ১৬৭৮ শক অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করেন। সাবিরিদ খাঁর সঠিক সময় পাওয়া যায়নি। অপর কবি কৃষ্ণরাম তাঁর 'কালিকামঙ্গল' সম্ভবতঃ ১৬৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন।

অরং সাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজ সর্বজনে বলে
নবাব শায়িস্তা খাঁ অধিকারী সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে।
সারসাসনের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম।
বুঝ শক বিচারিয়া সভে।

এর থেকে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ পেয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজই বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতা। সাহিত্য-বিশারদ সাহেব শ্রীধরের দুটো খণ্ডিত পুথি পেয়েছিলেন, একটায় নয়পাতা ও অপরটায় একপাতা মাত্র ছিল। সাবিরিদ খানের পুথিতেও উভয় পৃষ্ঠায় লেখা আটটি মাত্র পাতা আছে। সাবিরিদ খানের অপর দু'টো খণ্ডিত কাব্য 'রসুল বিজয়' আর 'হানিফা ও কায়রাপরী'তেও রচনার তারিখ নেই।

দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ

দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ফিরোজ শাহের আদেশে তাঁর গ্রন্থখানি রচনা করেন। সুতরাং ফিরোজ শাহ—আর কিছু না হোক, পিতামহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও

পিতা নুসরত শাহের ন্যায় কলা-রসিক ছিলেন এবং পিতৃ পিতামহের ন্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংগৃহীত পুথি দু'খানি খণ্ডিত হওয়ায় শ্রীধরের কাব্যের কি নাম ছিল তা জানা যায় না, তবে কালিকার বরে রাজা-রাণীর পুত্রসন্তান লাভ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইত্যাকার অন্যান্য কাব্যের ন্যায় এ কাব্যেরও নাম কালিকামঙ্গলই ছিল।

এ কাব্যখানি গীতি-নাট্যের আকারে রচিত। এতে অঙ্কভাগ আছে। একজন পাত্র প্রবেশ করে তাঁর পরিচয় ও বক্তব্য বলে যাচ্ছে—এ ধরণে লিখিত। কবি সংস্কৃত ভাষায় পাত্র ও দৃশ্য পরিচিতি দিয়েছেন। একে এক কথায় "নেপালে বাংলা নাটকের" প্রথম নাটক কাশীনাথের 'বিদ্যা-বিলাপ' নাটকের অনুরূপ রচনা বলে অভিহিত করা চলে। সাবিরিদ খাঁর বিদ্যাসুন্দরও অনুরূপ রচনা। এও আমাদের আলোচ্য 'বিদ্যাসুন্দর' পুথিদ্বয়ের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয়। কবি গ্রন্থরচনার কারণ স্বরূপ বলেছেন ঃ—

সাবধান নরলোক পায় যেন মতে।
দেশী ভাষে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে ॥ (প্রাকৃতে)

এখানে লক্ষনীয় যে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগেও আমাদের দেশী ভাষা বাংলা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হত।

প্রথম দিককার ভণিতায় প্রকাশ, শ্রীধর যখন ফিরোজ শাহের আদেশে কাব্য রচনায় ব্যাপৃত তখনও ফিরোজ যুবরাজ মাত্র ঃ—

শ্রী পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ।

শেষের দিকের ভণিতায় ফিরোজ শাহকে 'শাহ' ও 'রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ—

রাজা শ্রী পেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজা পরমাণ ॥

ফিরোজ শাহ (১৫৩২–৩৩ খৃঃ) কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে যে, ফিরোজ শাহ পিতার রাজত্বকালে (১৫১৯–৩২ খৃঃ)

দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালিকামঙ্গল রচনা শুরু করিয়েছিলেন এবং তাঁর সিংহাসন আরোহনের পর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়। কবি শ্রীধর তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রতি বিগলিতচিত্ত ছিলেন ; তাই আমাদের আলোচ্য আট পাতার খণ্ডিত পুথিতেও আমরা পাঁচটা ভণিতা পাচ্ছি। কবি ফিরোজ শাহের সভাকবি না হলে শুধু রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য কখনো সব ভণিতায় ফিরোজ শাহের নামোল্লেখ করতেন না।

যুবরাজ ফিরোজ তাঁর পিতা নুসরত শাহের ন্যায় যুবরাজ থাকাকালে চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন কিনা, তা' কোন সূত্রে জানা যায় নি। কাজেই দ্বিজ শ্রীধরের পুথি চট্টগ্রামে পাওয়া গেলেও আমাদের অনুমান করতে হবে যে শ্রীধর কবিরাজ গৌড়েই যুবরাজের সভাকবি ছিলেন। অন্য পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীধর সম্বন্ধে আর কিছু জানবার উপায় নেই।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, কঙ্ক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং কঙ্ক তৎপূর্বে তাঁর পীরের পাঁচালী রচনা করেছেন বলে মানতে হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কবির নিবাস সুদূর পূর্ব-ময়মনসিংহে চৈতন্যের তিরোভাবের সংবাদ দু'এক বছর পরে পৌঁছেছিল! গয়া থেকে পূর্ব ময়মনসিংহে সেকালে সংবাদ পৌছান অল্প সময়সাপেক্ষ ছিল না,—আর সংবাদ লোক মারফৎ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রেরণও ছিল অসম্ভব। কাজেই ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কঙ্কের কাব্য নাও রচিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে চৈতন্যের খ্যাতি ও প্রভাব বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয় নি ; কাজেই ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হলে কঙ্কের কাব্যে চৈতন্য বন্দনা না থাকাই সম্ভব।

দ্বিজ শ্রীধর নিশ্চয়ই ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করে-ছিলেন। কঙ্কের কাব্যও এ সময়েই রচিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কঙ্ক বড়জোর দ্বিজ শ্রীধরের সমসাময়িক ছিলেন, পূর্ববর্তী কিছুতেই নন। অবশ্য যদি চৈতন্য বন্দনাটা প্রক্ষিপ্ত না হয়! সুতরাং কঙ্কের পক্ষে পাথুরে প্রমাণের অভাবে আমরা দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতার গৌরব দান করছি। কিন্তু সাবিরিদ খানও তাঁরই প্রায় সমকালীন কবি ছিলেন। সে কথা পরে বলছি।

সাবিরিদ খান

ভাষা ও উপমা-অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে আর পদলালিত্যে ও ছন্দ-সৌন্দর্যে গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কাব্য পদলালিত্য এবং ছন্দ-গৌরব সত্ত্বেও অনেক সময় অতিকথনের দোষে আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। কিন্তু সাবিরিদ খানের অনন্যসাধারণ ললিত-মধুর রচনা পাঠকমাত্রকেই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত করবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সমগ্র কাব্যখানা এ যাবৎ পাওয়া যায় নি। ৮ পাতার একটি খণ্ডিত পুথি মাত্র মরহুম আবদুল করিম সাহেব সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তা-ই আমাদের আলোচনার সম্বল।

সাহিত্য বিশারদ সাহেব আধুনিক কাগজে লিখিত 'সাবিরিদ খাঁ'র ভণিতাযুক্ত চট্টগ্রামের কুলীন বংশাবলীর পরিচয়জ্ঞাপক একটি 'পদবন্ধ' অর্থাৎ কবিতা পেয়েছিলেন। তা নিম্নরূপ :—

আদ্য সৃষ্টি কহি জান শুন উপদেশ।
ভাটি মধ্যে বাইশ বাঙ্গালা চাটিগাঁ প্রধান[১] দেশ॥ (১ প্রণাম)
হাওলা, দেয়াঙ্গির (দেয়াং) মৈষামূঢ়া কাঞ্চনা মাহামদপুর।
হাশীমপুর, বাজালিয়া এই আষ্টশ্রী॥
চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ি।
তীরাতীরি গোলাগুলী সব গেল উড়ি॥
কাঞ্চনা প্রহরী রৈল জমসের চৌধুরী॥
অলি মুন্দার হাদু মুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভাই।
ফরমানী মুন্দারী পাইল জামিজুড়ি যাই॥
অলি মুন্দার হাদু মুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভং।
হওলার নিমুন্দার করে নানা রং॥
রাজা দিল খোঁআঝাগিরি উজির দিল বাজি।
তের ঘর খোঁআঝার মধ্যে সাত ঘর কাজি॥

জগদীশ মনোহর তারা দুই ভাই।
বর্ধমানী ছেগা পাইল গরুর মাংস খাই ॥
শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কুলে শঙ্খ নদী মোড়।
সাধু খাঁ সাবেরিদ খাঁ তারা দুই ঘর ॥
মহর্ত্ত (মহন্ত) সকল জান রাজার সংগে ছিল।
সেই সব সকলেরে খোঁআঝাগিরি দিল ॥
কহে হীন সাবেরিদ খাঁ এহার রহস্য।
বচনে না ধরে যারে সে নহে মনুষ্য ॥

উদ্ধৃত ছড়ায় কবির সমকালীন দক্ষিণ চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর পরিচয় রয়েছে। উদ্ধৃতাংশের মর্ম এই : এক সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের কতকাংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এই ভাটি বাইশ পরগণায় বিভক্ত ছিল। ভাটির অন্যতম 'বাঙ্গলা' চট্টগ্রাম অন্যতম প্রধান পরগণা ছিল। কর্ণফুলীর পূর্ব-দক্ষিণ তীর থেকে রামু পর্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে হাওলা (খরণদ্বীপ), দেয়াঙ্গী (বড় উঠান প্রভৃতি গ্রাম), মৈষামুঢ়া (শঙ্খনদের তীরস্থ গ্রাম), কাঞ্চনা (সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম), মোহম্মদপুর, হাশিমপুর, (পটিয়া থানার অন্তর্গত গ্রামদ্বয়) ও বাজালিয়া (সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম)—এই আটটি সমৃদ্ধ গ্রাম বা চাকলা অবস্থিত।

পটিয়া থানা থেকে দু'মাইল দূরে চক্রশালা গ্রাম অবস্থিত। বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে এই চক্রশালাতেই আরাকানরাজের চট্টগ্রামস্থ 'অধিকারে'র রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাঞ্চনায় জমশের চৌধুরী সীমান্তরক্ষী সেনানী নিযুক্ত হলেন। জামিজড়ি চাকলায় গিয়ে (জামিজুড়ি গ্রাম এখনও বিদ্যমান) অলিমুন্দার, হাদুমুন্দার ও বড়াইয়া মুন্দার—এই তিন ভাই মুন্দারী (মুহুন্দারী বা মজুমদারী) ফরমান লাভ করেন। এই মুন্দারত্রয়ের চেয়ে হাওলা চাকলার নিমুন্দার ঐশ্বর্যে ও বিলাসিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আরাকানরাজ কর্তৃক 'খোঁয়াঝা' খেতাবে বিভূষিত হন। এবং আরাকান রাজমন্ত্রী তাঁকে ঘোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রামে সরকারী খোঁয়াঝা' খেতাবধারী তেরটি সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশ ছিল। এবং এদের মধ্যে সাতটি কাজী পরিবার ছিল।[১]

১। চট্টগ্রামের একটি সুপ্রচলিত ছড়ায় আছে—
সাতঘর কাজী তের ঘর ভূঁইয়া
আর সব টেঁইয়া আর টুঁইয়া ॥
এতে দেখা যায় 'সাত ঘর কাজী' তের ঘর খোঁয়াঝা বা ভূঁইয়ার অন্তর্গত নয়।

জগদীশ ও মনোহর ভ্রাতৃদ্বয় গোমাংস ভক্ষণ করে সমাজে পতিত হলে আরাকান রাজের কৃপায় 'বর্ধমানী ছেগা' (<বড় মানী ছেগা—উচ্চ সম্মানজনক উপাধি) পেয়ে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

শঙ্খনদের বাঁকের দক্ষিণ তীরে সম্ভ্রান্ত সাধু খাঁ ও সাবিরিদ খাঁ পরিবারদ্বয়ের বাস।

যাঁরা আরাকান রাজের পারিষৎ ছিলেন, তাঁরা সবাই 'খোঁয়াঝা' উপাধি লাভ করেন। এ ইতিকথা যারা অবিশ্বাস করে, কবির মতে তারা 'মানুষ' নয়।

এই ছড়ায় অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রয়েছে। অলিমুন্দার, হাতুমুন্দার, বড়াইয়া মুন্দার ও নিমুন্দার বংশ ও বংশখ্যাতি আজো বিদ্যমান। এঁদের অনেকের অভিজাত্য গৌরবও আজো অম্লান। আরাকানরাজ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের খোঁয়াঝা, পাঁয়াঝা, সাদা, ছুয়ান, ঠাকুর, রোয়াজা প্রভৃতি পদ বা উপাধি দান করতেন।

চক্রশালায় একসময় আরাকানরাজের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নাম এই ছড়াতে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব এই ছড়ায় নিশ্চিতই মোগল বিজয়ের পূর্বেকার দক্ষিণ চট্টগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত :—

চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ী।
তীরাতীরি গোলাগুলী সব গেল উড়ি॥

এই চরণদ্বয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপর আরাকানরাজের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জয়লাভের আভাস দান করছে।

ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ ধন্য মাণিক্যের সহযোগিতায় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নুসরত খান আরাকানী-দের পরাজিত করে উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ধন্য মাণিক্য ও হোসেন শাহের বিবাদ উপস্থিত হলে আরাকান রাজ এই সুযোগে চট্টগ্রাম পুণর্দখল করেন।

কিন্তু পর বছর নুসরত খান আরাকানীদের হাত থেকে চক্রশালার দক্ষিণ অবধি (শঙ্খনদীর উত্তর তীর পর্যন্ত) পুনরাধিকার করেন।

আরাকানরাজ মিনঈয়াজা (১৫০১–২৩ খৃঃ) আশা ছাড়লেন না। তিনি সেনাপতি ছেন্দুউইজা, মন্ত্রী ছাঙ্গেগ্রী ও রাজকুমার ইরেমং এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করবার জন্যে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। পরাজিত হয়ে চক্রশালার মুসলিম সেনানী-শাসক মুরাসিন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরূপে চক্রশালা আরাকান অধিকারে চলে গেল।

এ যুদ্ধেও আরাকানরাজ উত্তর চট্টগ্রাম পুনর্দখল করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীর অবধি আরাকানরাজের অধিকারে রয়ে গেল।

১৫২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন।(১) সম্ভবতঃ তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামও আক্রমণ করেন। আরাকানরাজ মিনবিনের (১৫৩১–৫৩ খৃঃ) আমলেও ত্রিপুরারাজের সৈন্যেরা পার্বত্য পথে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ অধিকারে ঘন ঘন হানা দিয়ে লুটপাট করত। (২)

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে নুসরত শাহ উত্তর চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করেন। এসময় থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা মুসলমান শাসনাধীনে থাকে।

চক্রশালা

চক্রশালা পূর্বেও শাসনকেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় (৩) মহেশ রুদ্রের পৌত্র ভরতরুদ্র গৌড়ের হাবশী আমলে (১৪৮৭–৯৩ খৃঃ) চক্রশালায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে আরাকান শক্তি কর্তৃক পরাজিত হয়ে সানুচর ও সপরিজন বিতাড়িত হন। তাঁরই এক বংশধর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশের মুসলিম শাখার রাস্তিখান প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে 'মজলিশ আলী'র নামে মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদের দেয়ালে

(১) রাজমালা—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

(২) History of Burma—Harvey.

(৩) (ক) পরাগলী মহাভারত—জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ-সংগৃহীত পুথি ও তৎরচিত শ্রীবাৎস্য চরিতম্ (খ) চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল) মাহবুব-উল-আলম। (গ) মাসিক গৃহস্থ—চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। (ঘ) বিস্তৃত বিবরণের জন্য দৌলত উজির বাহ্‌রাম খানের লায়লী-মজনু কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে যে লিপি উৎকীর্ণ করান তাতে দেখা যায় তিনি গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্রের (রুকুনউদ্দিন বরবক শাহের) আমলে বর্তমান ছিলেন। রাস্তিখানের পুত্র স্বনামধন্য পরাগল খান।

এই চক্রশালা সাময়িক ভাবে নুসরত শাহ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ কর্ণফুলীর তীর অবধি গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রাম সম্ভবতঃ স্বাধিকারে প্রাপ্ত হন। উদ্ধৃত চরণদ্বয়ে এ যুদ্ধের অথবা ১৫২২ খৃষ্টাব্দে দেবমাণিক্যের দক্ষিণ চট্টগ্রাম অভিযানের আভাস দান করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কেননা, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধেও উত্তর চট্টগ্রাম পুনর্দখল করা সম্ভব না হওয়ায় আরাকানের চট্টগ্রামস্থ অধিকারের নতুন রাজধানী চক্রশালাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ অবধি চক্রশালা আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রামের রাজধানী ছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ কর্তৃক উত্তর চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলে রাজধানী সম্ভবত আধুনিক চট্টগ্রাম শহরে স্থানান্তরিত হয়। এবং ১৬৬৬খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের কাল পর্যন্ত এখানেই রাজধানী ছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পরেও ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ অবধি শঙ্খনদের দক্ষিণতীর থেকে রামু পর্যন্ত গোটা অঞ্চল আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্খনদের তীরস্থ সীমান্তরক্ষী হাজারী সেনানী আধু খাঁ বা তৎপুত্র শের জামাল খাঁ আরাকান শাসক কোলাংফুকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে চিরকালের জন্য চট্টগ্রামে আরাকান রাজত্বের অবসান ঘটে। (১)

অতএব ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে এই ছড়া রচিত হয়েছিল বলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। কিন্তু এই ছড়াকার ও কবি সাবিরিদ খান অভিন্ন ব্যক্তি কি-না বলা যায় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কবি সাবিরিদ খান যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা এরূপ ঃ—

পিয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত,
উজিয়াল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জিঠাকুর তিনসিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥

---

(১) চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল)—মাহবুব-উল-আলম।

রসেতে রসিক অতি রূপে যিনি রতি পতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত ॥
তানসুত গুণাধিক নানুরাজ মহল্লিক
জগতে প্রচার যশ খ্যাতি।
তানসুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥

এ থেকে বংশলতিকা এরূপ দাঁড়ায় :

পিয়ার মল্লিক
|
উজিয়াল মল্লিক
|
জিঠাকুর | মুছাখান মল্লিক
|
নানুরাজ মহল্লিক
|
সাবিরিদ খান

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় 'নানুপুর' নামে এক গ্রাম আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী-মতে নানুরাজার নামানুসারেই গ্রামের নাম নানুপুর হয়েছে। এ নানুরাজা কে,—তা কেউ বলতে পারে না। তবে, নানুপুরবাসী এক পরিবার নানুরাজার বংশধর বলে দাবী করেন। কবি সাবিরিদ খানকেও তাঁদেরই পূর্বপুরুষ বলে পরিচয় দেন। এ পরিবারের জনাব ফজলুর রহমান মাষ্টারের কাছে শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব এ প্রসঙ্গ শুনেছেন। আমিও এ বংশের অপর ব্যক্তির কাছে (ইনি ঢাকার I. G. R. অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী) অনুরূপ কাহিনী শুনেছি।

কবি মুসলমানী কায়দায় উর্ধ্বতন চার পুরুষের নামোল্লেখ করেছেন।

উদ্ধৃতাংশ থেকে জানা যায়, কবি মল্লিক বংশসম্ভূত এবং তাঁর পিতামহ জিঠাকুর তিন সিক বা তিন পরগণা বা চাকলার সরকার ছিলেন।

বর্তমানে চট্টগ্রামের মুসলমানরা মল্লিক উপাধি ধারণ করে না। 'ঠাকুর' উপাধি দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, 'জিঠাকুর' আরাকান-রাজসরকারের অধীনেই 'সরকার' ছিলেন।

'ঠাকুর' উপাধি পেয়েছিলেন বলেই তাঁর নামের শেষে 'মল্লিক' লিখিত হয়নি। জিঠাকুর উপাধি মাত্র। তাঁর মুসলমানী নামটি বাহুল্যবোধে উল্লেখিত হয়নি।

আমাদের পূর্ব-উদ্ধৃত ছড়ায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের কথাই বর্ণিত হয়েছে। নানুপুর উত্তর চট্টগ্রামে অবস্থিত। জিঠাকুর আরাকান-রাজকর্মচারী ছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাঁর পুত্র ও কবির পিতা নানুরাজার নামেই গ্রামের নাম নানুপুর রাখা হয়েছিল বলেই যদি মেনে নেই, তবে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, ১৫১২খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান ও ত্রিপুরা-রাজ কর্তৃক যৌথভাবে উত্তর চট্টগ্রাম বিজিত হলে আরাকানরাজের পদস্থ কর্মচারী "সরকার" জিঠাকুরের পৌত্র সাবিরিদ খান আরাকানীদের সংগে দক্ষিণাঞ্চলে পালিয়ে যান এবং আরাকান অধিকারে সগৌরবে বাস করতে থাকেন। ছড়ায়ও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল কথা আছে। যেমন :—

সংখ নদীর দক্ষিণ কূলে সংখ নদীর মোড়।
সাধু খাঁ সাবিরিদ খাঁ তারা দুই ঘর॥
মহর্ত (মহন্ত) সকল জান রাজার সংগে ছিল।
সেই সব সকলেরে খোঁয়াঝাগিরি দিল॥

'মহর্ত সকলে জান রাজার সংগে ছিল'।—এই পংক্তিটি বিশেষ অর্থগর্ভ। এতে রাজার দুঃসময়ে মহন্তগণ রাজার সহায় ও সঙ্গী ছিলেন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ রাজা তাঁদের খোঁয়াঝা পদ বা উপাধি দান করেন। সম্ভবতঃ ছড়া-উক্ত সাবিরিদ খানই আমাদের কবি এবং তিনিই শঙ্খনদের বাঁকে বাড়ী তৈরী করে বসবাস করেন।

আর একটি ভণিতার দ্বারা—আমাদের অনুমিত পাঠ বিশুদ্ধ হলে—এ অনুমান যথার্থ বলে ধারণা হবে। যথা :—

সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার
শুনিয়া রসঙ্গ জন হরিষ অপার।

শেষ চরণের বিশুদ্ধ পাঠ যদি :—

'শুনিয়া রোসাঙ্গ জন হরিষ অপার' হয়, তবে কবি যে আরাকান রাজ্যান্তর্গত শঙ্খনদের বাঁকে 'ঘর' করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ নরমিখলে আরাকানের রাজধানী চট্টগ্রাম সীমান্তের অনতিদূরে Mrohaung (ম্রোহং) এ স্থানান্তরিত করেন। এ ম্রোহং সাধারণ চট্টগ্রামবাসীর মুখে বিকৃত হয়ে 'রোহাং' উচ্চারিত হয়। সাধুভাষার 'শ' 'ষ' **'স'** পূর্ববঙ্গীয়দের কথ্যভাষায় 'হ'এ পরিণত হয়েছে। লিখিত ভাষায় সাধারণ ভাবে **'হ'** স্থানে 'স' ব্যবহৃত হতো। এ-বিকৃত কথ্য 'হ' এর সাদৃশ্যবশত রোহাং এর 'হ'-ও 'স' রূপে সম্ভবত লিখিত হয়, ফলে—রোহাং>রোসাং>রোসাঙ্গ হয়েছে। রাজধানীর 'রোহাং' বা রোসাঙ্গ নাম থেকে আরাকানরাজ কর্তৃক চির-শাসিত (১৭৫৬ খৃঃ অবধি) দক্ষিণ চট্টগ্রাম (শঙ্খনদ থেকে রামু পর্যন্ত) রোসাঙ্গ বা রোহাং নামে পরিচিত ছিল। অদ্যাবধি উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীনির্বিশেষকে রোঁহাই বা রোসাঙ্গী বলে অভিহিত করা হয়।[১]

পূর্বেই বলেছি কবির পিতামহ জিঠাকুর আরাকান-রাজকর্মচারী ছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। অতএব ১৫১১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই তিনি ও তাঁর পুত্র নানুরাজা বর্তমান ছিলেন বলে ধরে নিতে হয়। নানুরাজার নামে যখন গ্রামের নাম হয়েছে, তখন ১৫১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত ১৫১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং ১৫১২–১৭ খৃষ্টাব্দের সংগ্রাম-কালে সাবিরিদ খান প্রৌঢ় বয়সের ছিলেন বলে মেনে নিতে বাধা নেই। কারণ, নানুপুরে তাঁর নামের একটি দীঘি আজো বিদ্যমান। এতে মনে হয়, সাবিরিদ খান ১৫১২-১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অন্তত একখানা কাব্য রচনা করেছিলেন। যে কোন দিক দিয়ে বিচার করা হোক না কেন, ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যে সাবিরিদ খান বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা একরূপ নিঃসংশয়।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ কর্তৃক উত্তর-চট্টগ্রাম বিজিত হওয়ার পরেই সম্ভবত সাবিরিদ খানের বংশধরগণ পিতৃভূমি নানুপুরে ফিরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের কাব্য-বৈশিষ্ট্য

আমাদের বিশ্বাস, সাবিরিদ খান দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের 'বিদ্যাসুন্দর'ই অনুবাদ কাব্য।

(১) সাহিত্য-বিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে রখ্‌খইঙ (<রক্ষতুঙ্গ) থেকে 'রোসাঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

উভয়ের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে ঐক্য এত বেশী যে, উভয় কাব্য যে একই মূল কাব্য অবলম্বনে রচিত তা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায়। কবিদ্বয় মূলকাব্যের প্রায়-আক্ষরিক অনুবাদ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

উভয়ের কাব্য-কাহিনী নাট্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। সাবিরিদ খান একটি ভণিতায় স্পষ্টভাবে তার রচনাকে গীতিনাট্য বলে উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ—

সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞ জন স্থানে।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ শুধিবা যতনে॥
এ নাটগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ॥

এতে মনে হয়, আদিতে 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান গীতিনাট্যরূপে প্রচলিত ছিল। অথবা এ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কোন অজ্ঞাত সংস্কৃত নাটকই তাঁদের কাব্যের উৎস ছিল।

উভয় কাব্যে কুশী-লব পরিচিতি, দৃশ্যসংকেত ও বক্তব্যের মর্ম সংস্কৃতেই প্রদত্ত হয়েছে। প্রতি দৃশ্য বা সর্গ-শীর্ষে সংস্কৃত শ্লোকও রয়েছে। কিন্তু উভয় কাব্যের সংস্কৃতাংশে বিশেষ ঐক্য নেই। এতে মনে হয়, সংস্কৃত শ্লোকাদি কবিদ্বয়ের স্বরচিত। অপরের রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হলে, কাহিনীভাগে যেমন মিল রয়েছে, শ্লোকেও পুরোপুরি মিল থাকতো। অথবা, এমনও হতে পারে যে, তাঁদের আদর্শ সংস্কৃত-গ্রন্থের সর্গশীর্ষের শ্লোকগুলো তাঁরা ইচ্ছামত পরিবর্তন করেছেন। বাংলাগ্রন্থে সর্গশীর্ষে বিষয় বা বক্তব্যের মর্মনির্দেশক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা একটি প্রাচীন রীতি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেও আমরা অনুরূপভাবে শ্লোক উদ্ধৃতি দেখতে পাই। উনিশ শতকের বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের কেউ কেউও তা-ই করেছেন।

শ্রীধরের কাব্যে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র উল্লেখ আছে, সাবিরিদের কাব্যে নেই।

শ্রীধরের ভাষা আড়ষ্ট, বর্ণনভঙ্গি প্রাণহীন এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা শালীন, বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গতিশীল। বর্ণনভঙ্গী রসাল এবং বর্ণনা বিস্তৃত।

শ্রীধরের ভাষায় প্রাচীনতা বা সংস্কৃতানুগত্য কম, পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা সংস্কৃতানুগত ও প্রাচীনতার পরিপোষক। উপমা ও অপরাপর অলঙ্কার প্রয়োগে

সাবিরিদ খান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীধরে সে শক্তি বিরল।

সাবিরিদ খান বিভিন্ন ছন্দপ্রয়োগেও কাব্যে রসবৈচিত্র্য প্রদান করেছেন। কিন্তু শ্রীধর কবিরাজের কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য তেমন নেই। সাবিরিদ খান যথার্থ জাতকবি। শ্রীধরের কাব্যে কবিত্বের প্রভা বিরল। শ্রীধরের কাব্যের সর্গ-শীর্ষে রাগ-রাগিণীর নাম আছে। সাবিরিদের কাব্যে নেই।

সাবিরিদ খানের কাব্যও কালিকামঙ্গল।

তবে, এ নাটগীতেত তাল না করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ ॥

মুসলমান কবি যে রোমান্স হিসেবেই এ কাহিনী রচনা করেছেন—কালিকার প্রসাদের কামনায় নয়, তা এ ভণিতা থেকে স্পষ্ট। হিন্দু কবি হলে ধন, পুত্র বা মোক্ষ লাভের লোভ দেখাতেন।

সাবিরিদ খানের কাব্যের ভাষা

দ্বিজ শ্রীধর আর কোন কাব্য রচনা করেছেন কি-না জানা যায়নি। সাবিরিদ খানের অপর দু'খানি খণ্ডিত পুথিও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংগ্রহ করেছিলেন। এদের একটির নাম 'রসুলবিজয়', অপরটির নাম সঠিক জানবার উপায় নেই। রসুলের সেনাপতি রূপে দিগ্‌বিজয়ী মোহাম্মদ হানিফা কর্তৃক দেও-পরী-নর-রাজ্য জয় করে রাণী বা রাজকন্যাদের পত্নীরূপে প্রাপ্তির চমকপ্রদ কাহিনীসমূহ এতে বর্ণিত হয়েছে। এ সব যুদ্ধে রসুল ও তাঁর আস্‌হাব—আলী, ওমর, হামজা প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। প্রাপ্তাংশে কায়রাপরীর কাহিনীই প্রধানত বর্ণিত হয়েছে বলে, সাহিত্য-বিশারদ সাহেব এর নাম রেখেছেন—'মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী।'

রসুলবিজয়ের প্রাপ্ত অংশে হজরত মুহম্মদের (দঃ) সংগে জয়কুম রাজার লড়াই বর্ণিত হয়েছে। এতে জায়নুদ্দিনের 'রসুলবিজয়ের' অনুরূপ কাহিনী রয়েছে। সাবিরিদ খানের উভয় পুথিই তাঁর একই 'রসুলবিজয়ের' আদি ও অন্ত্য খণ্ড হওয়াও অসম্ভব নয় ;—বরং আমাদের তা-ই মনে হয়। রসুলবিজয়ে পত্র সংখ্যা ১১ এবং মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী পুথিতে ২২ পত্র বিদ্যমান। দুটো পুথিই ১৮×৬″ পরিমিত তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রায় দু'শ বছরের অধিককালের প্রাচীন। 'বিদ্যাসুন্দর'

পুথিও প্রায় দেড়শ বছরের পুরানো বলে মনে হয়। এটা বইয়ের আকারে লিখিত।

সাবিরিদ খানের সব কাব্যেই ভাষার প্রাচীন রূপ ন্যূনাধিক রক্ষিত আছে। কবিত্ব সম্পদেও কোনটা ন্যূন নয়।

রসুলবিজয় কাব্যের ভাষা ঃ—

১। শ্রুতিমূলে জেন বরিখএ মকরন্দ।

২। নৃপতিক মান্য করি বৈসাইল রসুল।

৩। দুহানক বিভা দিম করি সুভক্ষণ।

৪। জথ অপরাধ কৈলা খেমিব তোহক।

৫। আল্লার রছুল হেন জদি বোল মোক।

৬। জনক নৃপতি আনো তোমার গোচর।

৭। এবে তোক রাজ্য পাট কৈলু সমর্পণ।

৮। কুপথে উদ্ধারি আনো আলিক সত্বর।

৯। আছোউক ধরিবেক ত্রাসে পলাইল।

১০। দারুণ বিসিখ হানে নিত্য।

১১। অস্তে বেস্তে মোহাবল চলি আইলা রণস্থল।

১২। চক্রবাক মিলনে বিচ্ছেদ গেল দূর।
তিমিরা বিতম হরি রক্তিম উঝর।

১৩। তা লাগি ব্যাকুল অত্রি হ'সি অধম।

১৪। ভোজন করিতে এথ প্রলাপ করসি

১৫। এথ কহি রণতেজি নেউটি আমির।

১৬। গিরিবর হোতে জেন ঝরনি নির্ঝরে

১৭। ফালদিয়া বাম হস্তে ছেল ধরিলেন্ত।

১৮। আলোকিআ শত্রু সৈন্য জীবন নৈরাস।

১৯। অধিক উজ্জ্বল তনু বিসাল উড়সি।

২০। সান্তাইলা পিত্রিক সম্বাসি

২১। জেহেন পার্ব্বত্য আসি মিলে।

২২। রণস্থলে গেলা বর আটোপে

মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী কাব্যের ভাষা ঃ—

১। কথা হোন্তে দুই রাউত মিলিল আসিআ।

২। তা দেখিআ লোক সবে চক্ষু খাটে ভরে।।

৩। হয় গজ সৈন্য সঙ্গে চলহ ঝাটাই।

৪। পঞ্চশত মৃত করি আছে বলিআর।

৫। উজিরক ডাকি যুক্তি করিতে লাগিল।

৬। পুত্রক বচন শুনি।

৭। করিবাম পরাভব।

উদ্ধৃতাংশ থেকে দেখা যায় ঃ

(ক) সাবিরিদ খানের গ্রন্থত্রয়ে সর্বত্র কর্মকারকে 'ক' বিভক্তি দৃষ্ট হয়।

(খ) আহ্মি, তুহ্মি, প্রভৃতিও সর্বত্র অবিকৃত রয়েছে।

(গ) বিদ্যাসুন্দরে—তোহার, মোহর, তছু, তথি প্রভৃতি প্রাচীনতর রূপও প্রচুর রয়েছে।

(ঘ) ক্রিয়ায়—দিলেন্ত, শুনন্ত, পলায়ন্ত, করন্তি, যান্ত (যায়ন্ত) দিলেক, মারিলেক, প্রভৃতি সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

মধ্যম পুরুষে—হ'সি, করসি, প্রভৃতি 'সি' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়াপদও অপ্রতুল নয়।

ভবিষ্যৎ—করিবাম, ধরিবাম, প্রভৃতি 'আম' যুক্ত পদও কম নয়।

অনুজ্ঞায়—হউ (হউক) আছউক, আনো।

কাব্যত্রয়ের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের ভাষাতেই প্রাচীনরূপ অধিকতর রক্ষিত আছে এবং 'মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী' কাব্যের ভাষা কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে। হয়তো এ বহুল প্রচলনের ফল। 'রসুলবিজয়ের' ভাষা মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে।

বিদ্যাসুন্দর

[গীতি-নাট্য]

সাবিরিদ খান (১৫১৭—৫০ খৃষ্টাব্দ) বিরচিত

(১) [অত্যান্তরে শুভদেশে সর্বশান্তি সমন্বিতা। পুরী রত্নাবতী নাম্নী সর্বরত্ন বিভূষিতা।। গুণসার নৃপস্তত্র নীতিধর্ম পরায়ণঃ। তস্য কলাব্রতী নাম্নী ভার্যাচ গুণ-শালিনী।। তস্যাগর্ভে সুতজাতঃ কালিকায়া প্রসাদাতঃ।। সুন্দর ইতি আখ্যাত সর্বশাস্ত্রে বিশারদঃ।।]

অত্যন্ত উত্তর দেশ বিজয় নগরী।
অধিক উত্তম রত্নাবতী নামপুরী।।
সে দেশের নরপতি নাম গুণসার।
সকল ভূপতি জিনি যশ সুপ্রচার।।
প্রজার পালক নৃপ যেহেন পিতর।
পূজএ অতিথি নিতি ধর্মে তৎপর।
দানে ধর্মে অনুপাম যেন কল্পতরু।
দরিদ্র সন্তোষে ধনে জ্ঞানে সুরগুরু।।
রূপে গুণে অনুপাম কুলশীল ধীর।
রাজ রাজেশ্বর যেন ইন্দ্র সম বীর।।
বড় পুরোত্তমা[১] তান দেবী কলাবতী।
(ব্রতভক্ত) ব্রতধর্ম প্রভুভক্ত পতিব্রতা সতী।।
শুদ্ধমতি শশী মুখী রাজ অভিষেকা।
সুন্দরী সহস্র মধ্যে প্রধান নায়িকা।।
সুখে ভার্যা সঙ্গে রঙ্গে বঞ্চে চিরকাল।
সন্ততি বিহনে নৃপ চিন্তিত বিশাল।।
বিষবৎ ভবসুখ ভাবে নরপতি।
বিষাদে বিকল পুত্রকন্যা হেতু নিতি।।

১। পুরোত্তমা—পুরঃ + উত্তমা = অগ্রবর্তিনীদের প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

পতির বিষাদ লখি কহে কলাবতী।
পূর্বে রাজা দিলীপের না ছিল সন্ততি ॥
সুদক্ষিণা নাম ছিল নৃপতি রমণী।
সুতাসুত জন্মিবারে পূজিলা ভবানী ॥
প্রসন্না হইআ বর দিলা ভগবতী।
পতির সঙ্গম যোগে জন্মিল সন্ততি ॥
দশরথ নৃপ ঘরে না ছিল তনয়।
দ্বাদশ বরিষ যজ্ঞ করিল নিশ্চয় ॥
তবে সে জন্মিল রাম রঘু বংশপতি।
তেনমত যাগ[১] করি স্তবহ পার্বতী ॥
ভার্যা মুখে শুনি রাজা পূর্ব সঙ্কথন।
ভক্তি ভাবে পূজে নিত্য গিরিজা চরণ ॥
বিবিধ প্রকারে উপচার বলিদানে।
বিশেষ রুধির দিয়া পূজে একমনে ॥
দেবী পদে স্তবি যজ্ঞ করন্তি রাজন।
দ্বাদশ বরিষে যজ্ঞ হৈল সম্পূরণ ॥
সাক্ষাৎ হইয়া দেবী দিলা বরদান।
সন্ততি জন্মিব তোর ভুবন প্রধান ॥
বিশেষ পাইছ কষ্ট আহ্মার উদ্দেশে।
বাঞ্ছাসিদ্ধি বর দিলুঁ থাক মনতোষে ॥
শরীর রোমাঞ্চ রাজা দণ্ড পরণাম ॥
সংসারে খণ্ডউ[২] মোর অপুত্রতা নাম ॥
অস্ত্র শাস্ত্রে রূপে গুণে অনঙ্গ শরীর।
অবনী বিজয়ী হউ[৩] সুত বলী ধীর ॥
কিন্তু বিহসিয়া[৪] "এবম্ অস্তু" বলি দেবী।
কৈলাশ শিখরে গেল মনসুখ ভাবি ॥

১। যাগ < যজ্ঞ। ২। খণ্ডউ < খণ্ডউক। ৩। হউ < হউক। ৪। বিহসিয়া—মৃদু হাসিয়া।

পুত্র বর পাই রাজা আনন্দ প্রচুর।
যজ্ঞ পুণ্যাহ দিয়া গেলা নিজ অন্তঃপুর ॥
পর্বত-প্রসূতা[১] বরে দেবী কলাবতী।
পতি-রতি সম্ভোগে হইল গর্ভবতী ॥
পাণ্ডুর হইল গণ্ড হামি উঠে ঘন।
পালঙ্ক তেজিয়া রামা ধরণী শয়ন ॥
শরীর করএ জ্বালা কুচাগ্র কালিম।
সুমাধুরী তেজি ভোগ অম্বল অসীম ॥
লখিয়া দেবীর গর্ভ হরিষ রাজন।
দানে মানে সন্তোষএ দ্বিজ দুঃখী জন ॥
বীজার্পণে পূর্ণ যেন হইল ধরণী।
বিদিত হইল গর্ভ তেন সুবদনী ॥
দশ মাস দশ দিনে মাহেন্দ্রের খেণে।
দেবী প্রসবিলা পুত্র রূপে বিতপনে[২] ॥
সূতিকাভবনে হৈল হরিষ কল্লোল।
শুনি গুণসার রাজা আনন্দ বহুল ॥
বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি ভেল রাজ ঘর।
বহুবিধ উৎসব করিলা নরেশ্বর ॥
পরম প্রমোদে পুত্র-বক্ত্র আলোকিল।[৩]
প্রথম নরক হোন্তে মুকতি পাইল।
গুণসারে সুত মুখ পেখি মনুহর।
গৌরবে[৪] তাহান নাম থুইল 'সুন্দর' ॥
বত্তিশ[৫] লক্ষণে শিশু বাঢ়ে দিশিদিশি।
বিহায়সি পথে[৬] যেন বাঢ়ে নব শশী ॥

১। পর্বত-প্রসূতা—পার্বতী, কালী।
২। বিতপনে—সৌন্দর্যে, সৌন্দর্য-স্বরূপ অর্থে ব্যবহৃত অথবা সম্ভাবিত পাঠ—বিকর্তনে—সূর্য।
৩। আলোকিল < অবলোকিল = অবলোকন করিল। ৪। গৌরবে—স্নেহে।
৫। বত্তিশ < বত্রিশ < দ্বাত্রিংশ। ৬। বিহায়স—আকাশ, বিহায়সি পথে—আকাশ পথে।

এক দুই তিন চারি বৎসর গঞ্জিল।
অজ্ঞানের জ্ঞান হেতু খড়ি হাতে দিল ॥
ওথা দেবী কালিকার হইল স্মরণ।
অবাধিত গতি গেলা বাণী সম্ভাষণ ॥
গিরিজাক দেখি বাণী প্রসন্ন বদন।
গৌরবে পুছিলা কেনে তোহ্মা আগমন ॥
মধু ভাষে নিবেদন বদএ[১] পার্বতী।
মোর বরে গুণসারে লভিল সন্ততি ॥
তোহ্মা তরে[২] এই সাধ্য আছি সাধিবার।
তার কণ্ঠে তোহ্মার হইতে অবতার ॥
শাস্ত্রেত পারগ হউ[৩] বিচিত্র বিদ্যাএ।
শ্রুতিধর দ্রুত করি ভুবন বিজয় ॥
উমাক সন্তোষি তবে কহিলেন্ত বাণী।
উআর[৪] কণ্ঠেত আহ্মি হৈব নিবাসিনী ॥
তবে রত্নাবতী-পতি করি শুভক্ষণ।
তনয়ক সমর্পিলা উপাধ্যা চরণ ॥
উপাধ্যাএ প্রতিনিতি কহে পাঠশুদ্ধি।
অখণ্ড অমিয়া ভাষে পঠে বাল্যবুদ্ধি ॥
গুরু মুখ হোন্তে যেই শুনন্ত শ্রবণ।
গুণসার সন্ততি না হএ বিস্মরণ ॥
ভারতী প্রসন্না হেতু ভূপতি বালক।
দ্বাদশ বরিষে সর্ব শাস্ত্রেত পারগ ॥
বড় বিদগধ হই বান্ধে ধীর বাণা।[৫]
বাদে[৬] বিদ্বজন (বিদ্বজ্জন) কেহ না হৈল তুলনা ॥

১। বদএ < বদতি—বলে। ২। তোহ্মা তরে—তোমার কাছে, তরে—নিকট, জন্য।
৩। পারগ হউ—পারগ হউক, সমর্থ বা ব্যুৎপন্ন হউক। ৪। উহার > উয়ার, উআর।
৫। বাণা—পতাকা, ধ্বজা, ৬। বাদে—প্রতিবাদে, তর্কে।

তবে বার্তা পাই জথ কবিগণ আইল।
তা সভাক জিনি পুনি জয় পত্র পাইল॥
তা শেষে করিয়া গর্ব আর কবি আইল।
তছু তরে [১] সুন্দরে শাস্ত্রেত জিজ্ঞাসিল॥
শাস্ত্রে বিশারদ তুহ্মি সংসার পূজিত।
সার কি অসার ভব কহিবা নিশ্চিত॥
প্রশ্নোত্তর কল্লিল পণ্ডিতে মনে গুণি।
পৃথিবী অসার কভু[আহ্মি] নহি জানি।
তা শুনিয়া সত্য সত্য বোলএ কুমার।
তবে কেনে গর্ব করি ফিরসি [২] সংসার॥
উত্তর দিবারে নারি পাই বড় লাজ।
উপহাস্য করিয়া কুমারে বোলে কাজ॥
পরাজয় পাইলে কবি জয়পত্র দেঅ।
প্রাণ রক্ষি পুনি নিজ দেশে চলি যাও॥
অপমানে অধমুখ পরম লজ্জিত।
অন্যস্থানে গেল কবি হইয়া সঙ্কুচিত॥
বিদ্যাএ বিদ্বান অতি জিনিয়া কুমার।
'বিদ্যাপতি' নাম পুনি রাখিল তাহার॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ পরাক্রমে শূর।
কুতুহলে নিবসএ জনকের পুর॥
মহেশ অম্বিকা সেবা করএ সতত।
মহাকাব্যে বিরচিল শ্লোক পঞ্চ শত॥[৩]
বিরচিলুঁ বিদ্যাপতি জন্ম-কথা তত্ত্ব।
বরিষ ষোড়শ আসি হৈল সম্পূর্ণিত॥
বিধি নিয়োজিত কার্য না জাএ খণ্ডন।
বিদ্যার হইব পতি নৃপতি নন্দন॥
সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞজন স্থানে।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ শুধিবা যতনে॥

১। তছুতরে—তাহার জন্য, তাহার নিকট, (তাহাকে)।
২। ফিরসি—মধ্যম পুরুষ, এক বচন,—ফির, ঘুরাফিরা কর (ঘুরিতেছ)।
৩। এটাই কি পঞ্চশত শ্লোক সমন্বিত 'চৌর-কাহিনী'?

এ নাটগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
একমনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ ॥

বিদ্যার 'পণ' প্রচার

দক্ষিণ দিকেত ঠাম উজানী নগর নাম
কাঞ্চিপুর নগর সুন্দর।
চারিবর্ণ নরগণ বসএ সানন্দ মন
দ্বন্দ্ব মন্দ নাহি পরস্পর ॥
ভূপতি-শেখর-বর বীরসিংহ নাম ধর
তান মহাদেবী শীলা নাম,
পতির প্রেয়সী সতী রূপেতে ইন্দ্রাণীজাতি
জাতিকুলশীল অনুপাম ॥
পতি পত্নী এক জীব যেন প্রেমে শিবাশিব
পুত্রহীন একহি নন্দিনী।
বিদ্যাবতী নাম বালা যেন নব ইন্দু কলা
দশসুত স্নেহ হেন মানি ॥
পঞ্চম বরিষ কালে পঠিতে কুমারী বালে
গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল।
শুনিমাত্র শিখে পাঠ লজ্জিত সকল চাঠ[১]
পঢ়িয়া বিদ্বান বড় হৈল ॥
নব অব্দ পূর্ণ বালি হৃদএ কুচের কলি
নূতন যৌবন পরিচিন।[২]
ললিত লাবণ্যলীলা অবলা রতনা বালা
বক্ত্র রূপে চন্দ্রিমা মলিন ॥

১। চাঠ—ছাত্র, পড়ুয়া। ২। পরিচিন—পরিচিহ্ন।

বচন অমিয়া জিৎ মধুহাসি বিথরিত
দসন দাড়িম্ব মুতি পাঁতি।
পরম বিদুষী বালা পাছ স্থুল সুকোমলা
কুঞ্জর জিনিয়া মন্দগতি ॥
নূতন বয়সী সুতা আলোকিয়া মাতাপিতা
স্বয়ংবর করিতে চাহিল।
বার্তা-শ্রোতি[১] বিদ্যাবতী জনক জননী প্রতি
নিজ মনোবাঞ্ছা গোচরিল ॥
প্রতিজ্ঞা মোহর হৃদে যে জিনএ শাস্ত্রবাদে
সেই যোগ্য-পতিক ভজিমু।
শুন জন্মকর্তাবর এই নিষ্ঠা পত্নুত্তর
কণ্ঠে জীব[২] অন্য না করিমু ॥
কুমারী প্রতিজ্ঞা বাণী বিক্রমকেশরী শুনি
চিন্তিতে লাগিলা মনেমন,
আনি দ্বিজগণ গোষ্ঠি ভ্রমিতে সকল সৃষ্টি
শুভক্ষণে কৈলা নিযোজন ॥
রূপে কন্যা সমসর আনি দেয় যোগ্যবর
বিদ্যাএ বিদ্যাক যেন জিনে।
কুমারী প্রতিজ্ঞা শত কহিবা বিবিধ মত
রাজপুত্র সভানের কানে ॥
ভাট ধীর কবি চান[৩] পশ্চিম দিকেত যান
দক্ষিণেত চলে কবিরাজ।
পূর্বেত মকরদেব আদেশিলা নরদেব
যথাত সম্পজে[৪] শুভকাজ ॥

১। বার্ত্ত-শ্রোতি—বার্তা শুনিয়া। ২। জীব—জীবন, (তুঃ জীউ)
৩। চান∠চান্দ। ৪। সম্পজে ?—সম্পাদে অথবা সম্পন্ন হয়।

করি বহু অনুরাগ উত্তর রাজ্যের ভাগ
চলিলেক ভাট যে মাধব।
দিয়া বহুবিধ ধন তুষিয়া সে ভাটগণ
চালাইলা সুখ মনোভব ॥
দেশে দেশে ভাটগণ বিদ্যাবতী সঙ্কথন
বুধগণ স্থানে জানায়ন্ত।
রাজপুত্র ধীরবর্গ অধিক করিয়া গর্ব
উজানী নগরে চলি যান্ত ॥
কুমারীর বিতপণ ১ শুনি বিদগধগণ
একে একে করে শাস্ত্রবাদ।
সুসঙ্কেত শ্লোক পঢ়ি জিনিতে নারে কুমারী
পলায়ন্ত পাই অবসাদ ॥
পিয়ার মল্লিক ২ সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান।
তানপুত্র জিঠাকুর তিন 'সিক্' ৩ সরকার
অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত। ৪
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত ॥ ৫
তানসুত গুণাধিক নানুরাজা মহল্লিক
জগত প্রচার যশ খ্যাতি।
তানসুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥

১। বিতপন—রূপ, ২। মল্লিক—মহল্লিক—মহলের তত্বাবধায়ক। ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে ইহা বাদশাহী আমলে রাজপ্রদত্ত পদমর্যাদা সূচক উপাধি বিশেষ। ৩। সিক—চাকলা, পরগনা। ৪। অর্কসুত—সূর্যপুত্র = কর্ণ। ৫। ধর্মসুত—যুধিষ্ঠির।

॥ মাধব ভট্ট কর্তৃক সুন্দরের নিকট বিদ্যার রূপ-গুণ বর্ণনা ॥

চতুর্দিকে ভট্ট সব করিলা পয়াণ।
বিদ্যার প্রতিজ্ঞা বাণী কহে স্থানে স্থান।
উত্তরে মাধব ভট্ট অনুক্রমে চলে।
ছয় মাসে যাই রত্নাবতীপুরে মিলে॥
বিচিত্র নগর দেখে বিচিত্র প্রাচীর।
রম্য স্থলে রাজপুরী অতি সুরুচির॥

২। [অথান্তরং পর্যটন্ সুন্দরঃ পুরীং প্রবিশতি—
স্নাত চন্দন চর্চিতঃ সুবসন। ন্যাসৈর্বিচিত্রঃকাঞ্চন কুণ্ডলধারী
মৃগমদতিলক চন্দ্রপদ দৃশ্যভালঃ সুমধুর গায়নো
নৃত্যকলাবিদঃ অভিনবঃ কামো যথা পর্যটন পরো
ভূমিপুরন্দরঃ পুরদ্বারং প্রবিশতি শ্রীসুন্দরঃ সুন্দরঃ॥]

পরাক্রমে ভীমসেন আচার্য বিদ্যাএ।
শীতল অমৃত নিধি যেন দ্বিজরাএ॥
প্রতাপে আনল সত্যে যুধিষ্ঠির রাএ।
রূপে পঞ্চশর জিনি অবনী ক্ষমাএ॥
আগত ভূপতি-সুত স্বরূপ সুন্দর।
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ক্ষিতি-পুরন্দর॥

৩। অথান্তরং কবির্মাধবঃ নৃপতনয় সুন্দরং বিবিধবিদ্যাবিনোদভূষং
পঞ্চশর সুন্দরং প্রতিবিদ্যারূপগুণান্ বর্ণয়তি—

আএ (আয়) রাজসুত মোর শুন নিবেদন।
উজানী নগরপতি-পুত্রী সঙ্কথন॥
অবলা রতনা বিধুমুখী বিদ্যা নাম।
অভ্যাসিয়া সর্ব শাস্ত্র বিদগধা উপাম॥
শাস্ত্রেত পারগ অতি জানে সর্বকলা।
সুচরিতা রূপযুতা কুমারী অবলা।
সত্য কৈলা রাজকন্যা বিদগধা সতী।

শাস্ত্রবাদে জিনে যেই সেই তার পতি ॥
সেই রাণী তোহ্মা যোগ্য অনুমানি চিতে।
শাস্ত্রের বিচারে যবে পার পরাজিতে ॥
কথ কহিমু বিদ্যাবতী রূপগুণ সাজ।
কুমারীসদৃশ নারী নাহি মহী মাঝ ॥
কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনি পুছএ স্বরূপ।
কহত কুন্তল বেশ যৌবন কিরূপ ॥
কৈছন[১] তাহার ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।
কৈছন বদন রুচি কৈছন ললাট। [বদনরুচিরদনললাট]
মেত্তুর বরণ কেশভার বিলম্বিত।
মহীতলে বিলোটএ[২] সুগন্ধি পুরিত ॥
মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ[৩] অরবিন্দ।
মৃগবংশ-নেত্র কিবা লীলমত্ত ভৃঙ্গ ॥
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল ॥
রদ পাঁতি মুতি জুতি বাচ সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর ॥
কণ্ঠরেখা ত্রসি[৪] কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা-কুচ হৃদএ উগিল[৫] ॥
কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআর[৬] স্বরূপ।
কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ।
কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদশ্ছন্দ ॥
কৈছন নিতম্ব উরু জঙ্ঘের প্রবন্ধ ॥
কাম-শর-ঘাত-চিত্ত বাণী তার শুনি।
কহএ মাধব ভট্ট বাখানি কামিনী ॥

১। কৈছন—কিরূপ। ২। বিলোটএ—বিলুণ্ঠিত হয়, লুটায়। ৩। কিএ—কিবা।
৪। মূলপাঠ—কম্পরেখা দ্রসি। ৫। উগিল—উদিত হইল। ৬। কৈআর—কহিতেছি।

সাবধানে শুনগো বলিএ যুবরাজ।
শ্রুতিযুগ সুছন্দ নিন্দিল গৃধরাজ॥
ঈষৎ উন্নত কুচ হেম-বিম্ব-রঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ।
নাসা তিলফুল খর্গরাজ-চঞ্চুজিৎ।
নিতম্ব পীবর রম্ভা উরু সুবলিত॥
কাঞ্চন মৃণাল জিনি ভূজ যন্ত্রী খণ্ড।
করতল লোহিত মঞ্জন অনুবন্দ॥
তন্বি-কটী ক্ষীণ পেখি পারীন্দ্র[১] উদাস।
তে কারণে পর্বত গহ্বরে (কুহরে) করে বাস॥
পাদ-পদ্ম রক্তস্থল[২] কমল পূজিল।
পদনখে নবচন্দ্রশ্রেণী উপজিল॥
জঙ্ঘযুগ নিউপাম সর্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনি রাজহংসী কিবা গমন কুঞ্জর॥
ভট্ট হে মাধব পুছম[৩] তোহ্মারি।
পুনি কিছু বিদ্যারূপ কহ পরচারি[৪]॥
কাব্যরসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র।
কুমারী বিদিত সব বীণা বেণু যন্ত্র॥
সঙ্কেত প্রবন্ধে দেব তাহা সনে রঙ্গ।
সিন্ধু-সুধা মধ্যে যেন উদিত শশাঙ্ক॥
দর্শনে দেবেন্দ্র মোহে মন অনুরাগী।
বচনেকে[৫] (বচন এক) বোলেঁ। গোঁসাই শুন মন লাগি॥
বিদ্যাবতী বেশ-লাস রতি অবতার।
বিদগধ মদন তুহ্মি যোগ্য অভিসার।

১। পারীন্দ্র—সিংহ। ২। মূলপাঠ—পাদপদ্বরক্ত স্থল।

৩। পুছম—পুছ করিব, জিজ্ঞাসা করিব। ৪। পরচারি < প্রচারি। ৫। বচনেকে—এক কথায়।

শুনরে মাধব ভট্ট না করিঅ রোষ।
শাস্ত্র-বাদে ধনি[1] জিনি কোন্ পরিতোষ॥
যোষিতা[2] হইলে ধীর সুরগুরু তুল।
যদি আহ্মি যাই তথি[3] দর্প হৈব চূর॥
অধীর চপলা বালি জিনি কোন্ কাজ।
অবহেলে তছু[4] গুরু জিনি দিমু লাজ॥
যে দেশে নিবসে বিদগধ বরনারী।
যাইমু গোপত বেশে কথনে তুহ্মারি॥
বিদ্বান কুমার বোলে তুষ্টি ভেল ভাট।
বৃষ্টি জলে যেহেন পবিত্র হএ বাট॥
সুন্দরের বাক্য-লেশ অমৃত সমান।
শুনিয়া মাধব ভাট শান্ত হৈল প্রাণ॥
কুমার অগ্রেত পুনি বোলে ভাটরাএ।
কহিতে কথন কিছু মনে বাসি ভএ॥
সপ্তজন্ম-পুণ্য ফলে যদি আছে ভাগ।
সহজে পাইবা গিয়া বিদ্যাবতী লাগ॥
'চাণক্য-বচনে' পুনি বুলি ভাটরাএ।
খবর কহিতে অন্য রাজ্য চলি যাএ॥
সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার।
শুনিআ রোসাঙ্গ[5] জন হরিষ অপার॥

১। ধনি—নারী, সুন্দরী, রূপ বা যৌবন ধনে ধনী।

২। যোষিতা—সেবিকা, নারী।

৩। তথি—তথায়।

৪। তছু—তাহার।

৫। মূলপাঠ—রসঙ্গ। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে 'রসিক' শব্দই বহুল প্রচলিত ; 'রসজ্ঞ' শব্দেরপ্রয়োগ দুর্লক্ষ্য। তাই আমাদের বিশ্বাস, 'রসঙ্গ' পাঠটি 'রোসাঙ্গ' শব্দেরই লিপিকর-প্রমাদ।

। সুন্দরের কাঞ্চিপুর গমন ।

৪। [অথান্তরং স রাজসুতঃ সুন্দরঃ, মাধবপ্রমুখেনৈব শৃণ্বন্ বিদগ্ধতাং গুণ-রাশিঞ্চ রাজসুতায়াঃ তদ্গুণযোগকুসুমকোদণ্ডেণ দণ্ডিতঃ কুসুমেষুণা।]

। পর্বকৃত পঞ্চালি ছন্দ ।

ভাটের উত্তর কল্পিত সুন্দর হৃদএ আনন্দ অতি।
বিদ্যারূপগুণ ভাবিয়া সঘন বিরহে জ্বলিত মতি ॥
এ নাটনাটিকা কাব্য বেদ রঙ্গিতা পুরাণ আগম সুতা।
অলঙ্কার কোষ ভারত জোতিষ পুছিয়া মন উন্মতা ॥
মনোভব শর হৃদি জরজর বিদ্যার কেলি নিদানি।
গোঁসাই প্রসন্নে শিবা আরাধনে যাইমু নিভৃতে পুনি ॥
জননী জনক করিয়া প্রণাম সম্ভাষিয়া বন্ধুজনে।
মনোবাঞ্ছা অহি বিদ্যাসঙ্গে রহি অন্য ন ভাবএ মনে ॥
বিদ্যারূপ গুণ ত্রিলোক মোহন মোহনী চিত্ত হামারি।
তানসঙ্গে কেলি কলা-রস মেলি দেবেন্দ্র নাম সুমারি ॥১
বিদ্যার যৌবন গোপ্তে বিদংশিআ আনহোঁ তাক নিজ রাজে।
এসব উত্তর ভাবিআ কুঙর২ বিদ্যা-বিলাসে মন সাজে ॥
জ্যোতিষ নজুম৩ গনিয়া তখন যাত্রা কৈলা শুভদিনে।
দক্ষিণে মঙ্গল গমন কুশল তৃতীয়া তিথি বিধানে ॥
ইন্দ্র শুভ'গনে(লগনে) হস্ত্যা নক্ষত্র খেণে মাহেন্দ্র শুক্র সদনে।
যাত্রিক বিজয় যোগ শুভচয় যোগিনী বাম গেয়ানে ॥
বহুমূল্য ধন বিবিধ রতন লইয়া আপনার সঙ্গে।
সখাতুল্য ভৃত্য এক সঙ্গী পথ যাইতে বিদেশে রঙ্গে ॥
জথ পত্রপুথি লইয়া সঙ্গতি পক্ষশূন্য 'প্রবাল' অশ্ব নামে।
আরোহী সন্তোষে বিদ্যার উদ্দেশ্যে চলিলেক অবিরামে ॥

১। সুমারি—স্মরণ করি। [স্মরণ > সুমরণ > সঙরণ। সোঙর > সুমর + 'আ'কার আগম—সুমার।]
২। কুঙর—কুমার। ৩। নজুম—(আরবী)—গণক।

শব শিবা বামে শঙ্খচিল ভূমে যোগান তুরগ পাঁতি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ উত্তরে খঞ্জন দেখন্ত করিতে গতি ॥
ঘটি ঘট ভরি যুবতী সুন্দরী সমুখে মিলিল আসি।
দধি লই মাথে গোপ নারী কথে অগ্রেত চলন্ত হাসি ॥
দেবালয় পুরী জয়ধ্বনি করি সমযুক্ত বৎস-ধেনু।
দেখি সুযাত্রিক আনন্দ অধিক পুলকে পুরল তনু ॥
বাপ মাও ছাড়ি বিদ্যাগুণ স্মরি প্রদেশে[১] করিল ধারি।[২]
উজানী সুনগর অন্বেষি কুঙর অশ্ববেগে যাএ চলি ॥
সাহসে ভর করি নদনদী' তরি দুর্গম পন্থ নাহি জ্ঞানে।
মনের তরঙ্গ পাইতে বিদ্যাসঙ্গ শ্রম কিছু নাহি জানে ॥
বায়ুবেগ গতি চলে দিবা রাতি তুরগ বিদ্যুৎ প্রায়।
ছয়মাস-পন্থ লঙ্ঘি মতিমন্ত উজানী নগর পাএ ॥
রাজ্য উপগতে নামি অশ্ব হোন্তে সাধুর ভবনে গেলা।
অশ্ব ভৃত্য দুই বান্ধা ছলে থুই চাঠের বেশে চলিলা ॥
কক্ষে দুই পুথি কান্ধে লই ছাতি ধরিআ বৈদেহি[৩] বেশ।
বিদ্যা অন্বেষণ করিলা গমন নগরে কৈলা পরবেশ ॥
রম্য ব্রহ্মস্থল[৪] ক্ষেত্রি মহাবল বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
বৈসএ প্রমোদে নাহি অবসাদে সতত ধরম মতি ॥
যার যে স্ববৃত্তি করে প্রতিনিতি অন্য কর্মে নাহি মন।
পণ্ডিতের বর্গ তর্কবিতর্ক বিচারে শাস্ত্র নানান ॥
খান সাবিরিত পঞ্চালি রচিত পর্বকৃত অনুমান।
শুনিয়া রসিক আনন্দ অধিক জিনি মকরন্দ পান ॥

সুন্দরের সঙ্গে মালিনীর সাক্ষাৎ

উজানী প্রবেশ করি দেখে যুবরাজ।
অমর নগর সম পুরীর সুসাজ ॥

১। প্রদেশ—পরদেশ, বিদেশ। ২। ধারি—ধাওয়া (?) যাত্রা (?) ৩। বৈদেহি—বিদেশী।
৪। মূলপাঠ—ব্রম্ভ বম্ভ স্থল।

নানা জাতি লোক বসে সাধু সদাগর।
দ্বিজ জাতি বসে বেদশাস্ত্রেত প্রখর ॥
বসএ পণ্ডিতকুল সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
নিবসে ক্ষেত্রিবর্গ সমরে পণ্ডিত ॥

মল্ল সব আটোপ করএ অসি চর্মে।
সৈন্য সেনা জথ রহে যার যেই কর্মে ॥
আলোকিল নারীকুল বেশ মনোহর।
অতিশয় পতি ভক্ত ধর্মে তৎপর ॥

বিচিত্র মন্দির সব পূর্ণ ঘট চালে।
নেতের[১] পতাকাশ্রেণী তথি উড়ে পড়ে ॥
বেগবন্ত বাজী সব গজ বহুতর।
বিস্মরিলা নিজ কার্য তা দেখি সুন্দর ॥

নগরের মধ্যে দিয়া চলে ধীরে ধীর।
নির্মল সলিল পাই সরোবর তীর ॥

প্রমোদিত মনে স্নান কৈলা দিবা জলে।
পন্থ শ্রমে বসিলেন্ত পাদপ শীতলে ॥

সরোবর সন্নিকট এক বৃন্দাবন।
সুগন্ধি সমীর পাই তৃপ্তি ভেল মন ॥
পরিমল পবন সে বহে পুনি পুনি।
পুষ্পের পসার দেখে সমুখে মালিনী।

৫। [অথান্তরং মালিনী প্রবিশতি—

মালিনী মালিনিরক্তা সুরক্তাধররাগিণী।
সুন্দরী সুন্দরস্যার্থে প্রবিবেশরসাম্বুদা ॥]
বিনোদ কবরী পরি কুসুম্বিত হার।
বিহাস-বয়ান-বাণী অমৃত সঞ্চার ॥

১। নেত—পট্টবস্ত্র।

বঙ্কিম-নয়ন-দৃষ্টি বেকত যে হাস।
বিদ্যাক যোগাএ মালা উজানী নিবাস ॥
আগত মালিনী হের সুচরিতা নামা।
অঙ্গে রঙ্গে বেশ-লাস রূপে অনুপমা ॥
মালাকারিণীক দর্শি গুণসা-কুঙর।
মন্থর গমনে গেলা পুছিতে উত্তর ॥

৬। [অথান্তরং মন্মথরূপং কুমারং প্রষ্টুকামা মালিনী নিবেদয়তি—
আকাশাদবতীর্ণোহসি পুষ্পবাণঃ কিমু স্বয়ম্।
রূপেণ মোহয়ন্ লোকান্ লক্ষণেনচ ভূয়সা।]

অবণী-মোহনী রূপ পেখি নিউপাম।
বিহায়সি হোন্তে কি নামিল পুষ্পবাণ ॥
বিদ্যাধর-সুত কিবা গন্ধর্ব-কুঙর।
বুঝিলুঁ লক্ষণে তুহ্মি রাজপুত্রবর ॥
কোন হেতু চাট বেশে ভ্রম পরিতোষে।
কোন কার্যে আগমন তোহ্মার এই দেশে ॥
শাস্ত্রবাদে বিদ্যাবতী জিনিবার তরে।
সুকুমার জথ আইল ভূপতি গোচরে ॥
না পারি জিনিতে জায়া পুনি গেল ঘর।
না দেখিলুঁ তথি এক তোহ্মা সমসর ॥
সুধীর সর্বজ্ঞ তুহ্মি কান্তি বিলক্ষণ।
স্বরূপে কৈআর বাচ আপে কোন জন ॥
বচনে তুষ্টিল তাক রাজসুত গুনী।
বিদ্যাক যোগাএ মালা এই সে মালিনী ॥
বিক্রমকেশরী নাম জগ প্রতিষ্ঠিত।
বিচিত্র নগর এই উজানী নিশ্চিত ॥
আএ (আয়) পরদেশী মোর সুচরিতা নাম।
এ নগরে বসতি সুখদ অভিরাম ॥

পুছিএ স্বরূপে সুবদনি বোল মোরে।
পুষ্পমালা দেঅ তুহ্মি কার কার তরে॥
কুমার, সুকুমারী বিদ্যাবতী আছিল অবোলা।
সে অবধি যোগাই কুসুম্ব পঞ্চমালা॥
পন্থশ্রম শান্তি ভেল তুয়া মিষ্টালাপে।
প্রমোদা, প্রমোদে বাসাখানি দেঅ মোকে॥

৭। [অথান্তরং কুমারঃ স্থানং প্রার্থয়তে—
দ্বিজ মুখ্যস্য পুত্রোহহং পণ্ডিতত্ব প্রকাশকঃ।
বাসার্থং স্বগৃহং দেহি মালাকারিণি সম্প্রতি।]
আহ্মা জান বৈদেহি নিশ্চিত।
দ্বিজবর তনয় পণ্ডিত॥
পাঠ পঢ়ি ভ্রমিএ নগর।
পণ্ডিতালি করিতে বিচার॥
বেলি শেষে অস্ত যায় সুর।
বাসাখানি মাগি তোহ্মা পুর॥
পালহ বচন সুনয়নী।
প্রেম চিত্তে দেঅ বাসাখানি॥
অমূল্য রতন এক নেঅ।
আনিয়া রন্ধন সর্বে দেঅ॥
অয়ি সুচরিতা সুবদনি।
তব গৃহে বঞ্চিএ রজনী॥
যবে আর ভিন্ন দেশী পাই।
যত্ন করি তাহাক বহাই॥
মনে ভীত বাসি তোহ্মা দেখি।
মহারাজসুত হেন লখি।
মালিনী, অবেলায় অতিথি পাইয়া।
অসাধু রহএ উপেখিয়া॥

আএ ধনি বুঝাই তোহ্মাএ।
উপেক্ষিতে আহ্মা না জুয়াএ॥

৮। [অথান্তরং মালিনী পুনর্বদতি—
রাজা বসতি দুর্বারো ন সাধুরপি তন্নরঃ।
দুহিতা বিদুষী বিদ্যা ভীতাহহং তব রক্ষণে॥ পস্থথ।]

[রাগ দেশাগ]

উজানী নগর নাম বিদিত ভুবন।
বিক্রমকেশরী নাম প্রচণ্ড রাজন॥
পরম বিদুষী বিদ্যা তাহার কুমারী।
তা লাগি মনের ভীতে তোহ্মা পরিহরি॥
বিদেশী-কুমার হের তোহ্মাক বুঝাই।
নৃপতি দুর্বার বাসা দিবারে ডরাই॥
'নাগরঙ্গ' নাম সে এ-রাজ্য কোতোয়াল।
নিতিপ্রতি প্রজাঘর করএ বিচার।
ভিন্ন দেশী পুরুষ মন্দিরে যার পাএ।
আগে শাস্তি করি পিছু রাজাক জানাএ॥
তনু-কান্তি সুলক্ষণ অভিন্ন[১] বদন।
তোহ্মার তুলনা রূপ নাহিক ভুবন॥
কোতোয়ালে দেখে যদি তোহ্মা মোর গৃহে।
কি বুলি ভাণ্ডিমু তাক রাখিবাম তোহে॥

৯। [অথান্তরং মালিন্যাসহ কুমারস্য সংকথনানি—
হেতুনা কেন চরিতে বীরসিংহস্য বালিকা।
বিদ্যাং পুরুষবল্লব্ধা কথ্যতামস্যকারণম্॥
শ্রুতং বিপ্রকুলে পুংসাং বিদ্যাভবতি সিদ্ধিদা।
রাজপুত্রী কথং বিদ্যা বিদ্যাগর্বেণ গর্বিতা॥]

১। অপর অনুমিত পাঠ—অতুল্য।

কৈআর স্বরূপ বাচ্ সুচরিতা লাসী[১]।
কি হেতু কুমারী বিদ্যা পুরুষ বিদ্বেষী॥

কুমার, নানা শাস্ত্র পঢ়িলেক কাব্য অলঙ্কার
না পারে বুঝিতে ……………*

—o—

১) লাসী—লাস্যময়ী। অপর অনুমিত পাঠ—মাসী।

* সংস্কৃতাংশের পাঠ-শোধনে সাহায্য করেছেন ও শ্লোকার্থ লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পি-এইচ,ডি।

বিদ্যাসুন্দর

(গীতি-নাট্য)

দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খৃঃ) বিরচিত

এহার সকল তত্ত্ব কহি অনুবন্ধে।
গীতরূপে গাহিমু রচিআ পদবন্ধে ॥
সাবধান নরলোকে পাএ যেন মতে।
দেশীভাষে পদবন্ধে গাহিব পরাকৃতে[১] ॥
রাজার আদেশ শিরে রাখিআ যতনে[২] ।
ছিরিধর কবিরাজ দ্বিজবরে ভণে ॥

[অস্তি উত্তর দেশে রত্নাবতী[৩] নাম দিব্যাপুরী।
তত্র রাজা সর্বগুণ বিভূষিতো গুণসারো নানাশাস্ত্র সুনিপুনো
ধর্মপরায়ণস্তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা সর্বগুণশালিনী।
তস্যাঃ গর্ভে সুতো জাতঃ কালিকায়াঃ প্রসাদাৎ। সাক্ষাৎকামঃ
সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।]

অতি উত্তর দেশ বিজয়ানগরী।
রত্নাবতী[৪] নামে জান অতি দিব্য পুরী ॥
তাহাতে নৃপতি হৈল রাজা গুণসার।
সকল ভূপতি জিনি রাজ ব্যবহার ॥
প্রজার পালন হেতু অতি তৎপর।
পুত্রক পালন যেন করএ পিতর ॥
দান ধর্ম পরায়ণ খেমাবন্ত অতি।
খেমাবন্ত তিথি ধর্মে ভক্তিমন্ত অতি ॥
রূপেগুণে অনুপাম অরিকুল অন্তক।...
নৃপতি শেখর সেই হএ মহীতল।...
মহাদেবী আছে তান নামে কলাবতী।
ব্রতধর্ম পরায়ণ মহাদেবী সতী ॥

১। অনুমিত অপরপাঠ—পরহিতে। ২। দ্বিজশ্রীধর যে ফিরোজ শাহুর আদেশে কাব্য-রচনা করেন, এ ভণিতাই তার নিশ্চিত প্রমাণ। ৩ ও ৪। মূলপাঠ—কলাবতী।

সুপতি-সুখী বামা রাজ অভিষেকা।
রমণী শতেক মাঝে সেই সে [নায়িকা] ॥
ভার্যা সমে গুণসার আছে চিরকাল।
সংসারের ব্যবহার নহে বড় ভাল ॥
হৃদএ ভাবিআ দুঃখ রাজা গুণসার।
ভার্যা সমে সেবন্ত চরণে কালিকার ॥
নানাবিধ উপহার ধূপদীপ দান।
যুগল রুধির দিআ পূজএ বিধান ॥
যজ্ঞ মহা আরম্ভিলা কালিকা উদ্দেশে।
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ এগার বরিষে ॥

॥ বিদিতা কালিকাদেবী কথয়তি। (অধ্যায়) ॥
[রাগ নাটগীত]

প্রত্যক্ষ হইআ বোলে কালিকা গোসাঞি।
বর মাগ নরপতি মনের বাঞ্ছনি ॥
লোমাঞ্চিত হই রাজা অষ্টাঙ্গে প্রণাম।
সংসারে ঘুচউক মোর অপুত্রক নাম ॥
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অবিদ্যা শরীরে।
সংসারে বিজয় হউক পুত্র মহাবীরে ॥
ঈষৎ হাসিআ দেবী বুলিলা বচন।
বিচিত্র বিদ্যাএ পুত্র হউক উতপন ॥
রূপেগুণে বিশারদ নাহি পরাজএ।
এবোল বুলিআ দেবী গেলা গগনালএ ॥

॥ সুন্দরের শৈশব ও কৈশোর ॥
[রাগ ধানসী]

পুত্রবর পাইআ রাজা আনন্দিত ভেলা।
যজ্ঞ পুণ্যাহ দিআ তবে অন্তঃপুরে গেলা ॥

কলাবতী গর্ভ ধরে কালিকার বরে।
পুত্র এক জনমিল বরিষ অন্তরে ॥
বীজার্পণে পূর্ণ যেন হৈল বসুমতী।
তেনমতে গর্ভ হৈল দেবী কলাবতী ॥
দশমাস দশ দিন গর্ভেত পূর্ণ হৈল।
শুভযোগে কলাবতী পুত্র প্রসবিল ॥
পুত্রের দেখিআ রূপ রাজা গুণসার।
গৌরবে[১] সুন্দর নাম থুইল তাহার ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।…
পঞ্চম বরিষে তান হাতে খড়ি দিল।
তথা দেবী কালিকাএ মনে চিন্তা হৈল ॥
আপনে গেলেক দেবী সরস্বতী পাশে।
দেখি দেবী সরস্বতী বোলেন্ত হরিষে ॥
কি কারণে আগম কহ ভগবতী।
কালিকাএ বোলে দেবী শুন সরস্বতী ॥
মোর বরে গুণসার পাইল কুমার।
তার কণ্ঠে হউক তোমার অবতার ॥
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ বিচিত্র বিদ্যাএ।
কৃতি-কবি-জ্যোতি ধরুক সর্বথাএ ॥
সংসারে বিজয় হউক শ্রুতিঘটপুরি।……
দেবী বোলে তার কণ্ঠে হইব বাসনি।……
রাজপুত্রে পাঠেতে রাগ করিআ ……
তবে রাজা গুণসার করি শুভক্ষণ।
উপাধ্যার হাতে শিশু কৈল সমর্পণ ॥
উপাধ্যার মুখ হোন্তে যেহি বোল শুনে।
নাহি যাএ বিস্মরণ ধরে ততক্ষণে ॥

১। গৌরবে—স্নেহে।

দেবীর প্রভাবে গুণসারের কুমার।
দ্বাদশ বৎসরে শাস্ত্র পঢ়িলা অপার ॥
পণ্ডিত হইল বড় বান্ধিলেক বাণা।
বিরুদ্ধ পণ্ডিত সবে না হএ তুলনা ॥
তাহান প্রসঙ্গ হেতু কবি জথ আইল।
সে সব পণ্ডিত জিনি জয়পত্র লৈল।
সববিদ্যা-বিশারদ দেখিআ তাহার।
'বিদ্যাপতি' নাম পুনি থুইল সংসার ॥
কামদেব জিনি রূপ বিক্রমে কেশরী।
নিবসন্ত কুতুহলে জনকের পুরী ॥
নিরবধি মহেশ সেবনে হৈল রত।
মহাকবি রচিলেন্ত শ্লোক পঞ্চশত ॥[১]
কহিলাম সুন্দরের জন্ম কথা জথ।
ষোড়শ বরষ আসি হৈল উপগত ॥
বিধির যোজনা দেখ যার যেই কাজ।
বিদ্যারে করিব বিভা এহি যুবরাজ ॥
করজোড় করি বলি শুন সাধুজনে।
অশুদ্ধ হইলে পদ শুধিবা যতনে ॥
কোন ঘটে না লইবা তাল-ভঙ্গ-দোষ।
সাবধানে শুনিলে হইবা পরিতোষ ॥
নৃপতি নসির সাহা তনয় সুন্দর।
নাম ছিরি ফিরোজ সাহা রসিক শেখর ॥
দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক শুনি।
পয়ার প্রবন্ধে রচে চৌরের কাহিনী।[২]

১। এটাই কি পঞ্চশত শ্লোক সমন্বিত 'চৌর-কাহিনী'?

২। 'চৌরের কাহিনী' অর্থে কবি এখানে 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই নির্দেশ করেছেন।—অতএব, চৌর-কাহিনী বা চৌর-পঞ্চাশিকাই 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যায়িকার উৎস বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

॥ অথ বিদ্যাজন্ম কথয়তি ॥

[পঞ্চমরাগ গীয়তে]

রত্নাবতী পুরী হোন্তে ছয়মাস পন্থ।
দক্ষিণে উজানী নামে রাজ মনুরথ॥
কাঞ্চিপুর নামে তাত নগর সুন্দর।
বীরসিংহ নামে তথা ভূপতি শেখর॥
শীলা নামে গুণবতী আছএ তাহান।
রূপেগুণে অনুপাম ইন্দ্রাণী সমান॥
পুত্রহীন সেই রাজা একহি কুমারী।
অবোলা কমলা রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
দশ পুত্র সম অতি গৌরব উহার।
কন্যার নাম 'বিদ্যা' থুইল বুঝি অনুসার॥
পঞ্চম বরিষ হন্তে পড়ে শাস্ত্রশালা[১]।
গুরু মুখে জানিলেক সর্ব শাস্ত্রকলা॥
বিশেষ তপস্যা করে পূজে শূলপাণি।
পরম বিদুষী কন্যা শাস্ত্রে পরায়ণী॥
অষ্টম বরিষ হইল যৌবন প্রকাশ।
গায়েত লাবণ্যলীলা মদন বিলাস॥
হেনমত কন্যা দেখি নৃপতি চিন্তিলা।
স্বয়ম্বর করিবারে অনুবন্ধ কৈলা॥

॥ কন্যা কথয়তি ॥

[রাগ বেলোয়ার]

হেন শুনি বোলে কন্যা বাপের গোচর।
সর্ব শাস্ত্র জানাইলা বিপ্র গুরুবর॥
হেন মোর আছে মনে প্রতিজ্ঞা হৃদয়।
যে মোরে জিনিতে পারে করি পরিণয়॥

১। শাস্ত্রশালা—শাস্ত্র পাঠের আলয়, বিদ্যালয়, শাস্ত্রালয়।

হেনহি প্রতিজ্ঞা শুনি চিন্তিত রাজন।
দেশে দেশে পাঠাইলা ভাট বরাহ্মণ॥ (ব্রাহ্মণ)
শাস্ত্রবাদে যেই রাজপুত্র ধীর হয়।
সে আসি জিনিয়া কন্যা কর পরিণয়॥
কুমারীর প্রতিজ্ঞা-বচন এহি সার।
জানাইতে গেল সব ভাট মহাদ্বার১ ॥
উত্তরে গেলেক ভাট মাধব পণ্ডিত।
রত্নাবতীপুরে গিয়া হৈলা উপস্থিত॥
নৃপতি নসির সাহা তনয় সুন্দর।
সর্বকলা-নলিনী-ভুগিত মধুকর॥
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজন।
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ॥

[অথ সুন্দর প্রবিশতি—

চন্দনচর্চ্চিত দেহ সুবেশ গতি বিচিত্র। কাঞ্চন কুণ্ডলধারী শুগতি স্বচ্ছন্দ বিলাসঃ। নৃত্যকলা বিশারদঃ অভিনব কামো যথা পর্যটনপরোভূমি পুরন্দরঃ।]

[রাগ ধানশ্রী]

প্রতাপে আনল সত্যে যুধিষ্ঠির শ্রীরাম।
রূপেত ধরণী তলে অভিনব কাম॥
বিক্রমে ভীমসেন আচার্য বিদ্যাএ।
ভূতলে অমৃত নিধি যেন দ্বিজরাএ॥
আইল রাজার সুত সানন্দে সুন্দর।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ নৃপতি কুমার॥

[অথান্তরং মাধবভাট নৃপতি তনয় সুন্দরং বিবিধবিদ্যা বিনোদভূষং দৃষ্ট্বা সুদর্শনং সুন্দরস্থানে বিদ্যায়া রূপগুণ কথয়তি।]

[রাগ সিন্ধুরা]

শুনহ রাজসুত করি নিবেদন।
উজানী নগর রাজ-সুতার কথন॥

১। অনুমিত অপর পাঠ—চারিধার।

'বিদ্যা' নামে শশীমুখী অবোলা কমলা।
গুরুমুখে জানিলেক সর্বশাস্ত্রকলা ॥
নানা শাস্ত্র পড়ি কৈলা প্রতিজ্ঞা হৃদএ।
যে তানে জিনিতে পারে করি পরিণএ ॥
সেই সে তোমার যোগ্য মনে কৈলুম সার।
শাস্ত্রবাদে যদি তানে পার জিনিবার ॥
কথ কৈমু বিদ্যারূপ শুন যুবরাজ।
তান সম রমণী নাহিক মহী মাঝ ॥
কহ কহ মাধব যে বচন স্বরূপ।
কিরূপ যৌবন বিদ্যা চিকুর কিরূপ ॥
নয়ান তাহান ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।
বদন অধর কিরূপ দসন ললাট ॥

॥ অথ কুমার স্থানে মাধব ভাট রূপগুণ বিস্তরং কথয়তি ॥

[রাগ মল্লার-গীতনাট]

নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার।
ধরণী বিলোটাএ সে লম্বিত অপার ॥
বিদ্যার বদন শশী যেন অববান্ধা।
খঞ্জন জিনিয়া দুই নয়নের ছন্দা ॥
উহার ললাট যেন আধশশী খণ্ড।
অধর বান্ধুলি যেন মুখ রসভাণ্ড ॥
দসন মুকুতা পাঁতি বাক্য মধু পান।
ভুরু-ভঙ্গে কামদেব ধনুর সমান ॥
গ্রীবাখণ্ড দেখি শঙ্খ জলধি প্রবেশ।
মদন-মোহন-বিদ্যা যৌবন বিশেষ ॥
কহত মাধব ভাট স্বরূপ উহার।
শ্রুতি নাসা কুচযুগ কিরূপ আকার ॥
কুচযুগ মধ্যদেশ কুহরের[১] ছন্দ।
উরুযুগ নিতম্ব কেমন প্রবন্ধ ॥

১। মূলপাঠ—করনের।

॥ মাধব ভাট কথয়তি ॥

[রাগ কেদার]

একমন হই শুন কহি যুবরাজ।
শ্রবণ গৃধিনী দেখি পাইলেক লাজ ॥
দেখিয়া কাটিল (ফাটিল ?) তাল পয়োধর দেশ।
কমলকলিকা জলে করিল প্রবেশ ॥
সমুখে কমল নাসা যেন তিল ফুল।
এ রাম-কদলী ভুজ নিতম্ব বিপুল ॥
দেখিয়াছি কুমারীর বাহু ভূজঙ্গ।
সুবর্ণ মৃণালবর পদ্মএ সুরঙ্গ ॥
ক্ষীণ মাঝা দেখি সিংহ পাই উপহাস।
লজ্জাএ করিল গিরি-কোটরেত বাস ॥
রক্ত-পদ্ম-সম পদযুগ সুকোমল।
নবশশী জিনি পদ-নখ নিরমল ॥
চরণে মল সাজে গমন লীলাএ।
চলিতে চলএ যেন রাজহংস যাএ ॥
শুনহ মাধব ভাট কহম তোমারে।
বিদ্যার কি গুণ পুনি কহত আমারে ॥
কাব্য রসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র।
বিদ্যার বিদিত জথ বীণা আদি যন্ত্র ॥
হসিত বচনে দেবতার মন ভঙ্গ।
মন্দ বাএ বহে যেন গঙ্গার তরঙ্গ ॥
দেখিতে দেবতাগণ হএ মহাভাগী ১।
বচনেক বোলঁএ শুনহ মন লাগি ॥
বিদ্যাসতী ২-সাজ যেন রতি অবতার।
তুমি হেন ভাবি দেখি তান অভিসার ॥

১। মহাভাগী—মহাভাগ্যবান (তুঃ অভাগী)। ২। মূলপাঠ—বিদ্যাপতি।

॥ পুনঃ সুন্দর কথয়তি ॥

[রাগ গুঞ্জরী]

কহি শুন মাধব যে না করিঅ রোষ।
নারী ছার জিনিলে কেমন পরিতোষ ॥
তার গুরু পঢ়াইতে শকতি আমার।
সে নারী জিনিলে হএ কেমন বিচার ॥
যদি হএ সেই নারী শুক্রের সমান।
আমি যদি তথা যাই দর্প ঘুচে তান।
যে দেশে আছএ সেই পণ্ডিত বর নারী।
গোপতে বুঝিতে যাইমু কহিলুঁ তোমারি ॥
এই মত বাক্য শুনি মাধব যে ভাট।
বরিখনে যেহেন বৃষ্টি হৈল বাট ॥
সুন্দরের বাক্য যেন অমৃত সদৃশ।
মাধব ভাটের মন করে বিমরিষ ॥
পুনরপি সুন্দরের আগে আইল ধাই।
মর জিঅ এক কথা শুনহ গোঁসাই ॥
সপ্ত জন্মে যদি সে তোমার থাকে ভাগ।
তবে সে পাইবা গিআ বিদ্যার লাগ ॥
এহি তিন বচন বুলিআ ভাটরাএ।
অন্য দেশ বুলি পুনি ভাট চলি যাএ ॥
ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ ॥

[অথান্তরং রাজপুত্র সুন্দরঃ মাধব ভাট-চর্তুমুখে বিদ্যায়াঃ রূপ গুণান্ শ্রুত্বা কামতোষণ বিদ্যাদর্শনকামঃ পরিচিন্তয়তি।]

[রাগঃ কেদার গীয়তে]

মাধব ভাটের বচন সুন্দর হৃদে ভাবি পরিতোষ।
বিদ্যাবালির সন ঘন পুরে মন চিত্তে ভাবিয়া বিশেষ ॥

ষট-নিদর্শন নাট-নাটিকাগণ আগম বেদ বিজ্ঞাপিতা।
অলঙ্কার কোষ ভারত জ্যোতিষ যার গমনে উন্মতা ॥
দুঃসহ মন ভুল হৃদয় আকুল বিদ্যাকেলি নিদানি।
শিব আরাধনে অন্য প্রসাধনে যাইব কপটে পুনি ॥
শিষ্য বিদায় দিআ পিতা প্রণামিআ সম্ভাষা করি রাজধনি।
আইসে মনুগতে বিদ্যাসনে দেখা হৈতে মনে কিছু না লয় পুনি॥
বিদ্যারূপে গুণে মোহ ত্রিভুবনে মোহিনী সে কুমারী।
তান সঙ্গে কেলি- কলা-রস ভুগি পুরন্দর নাম সুমারি ॥
বিদ্যার যৌবন শুনিয়া দহে মন আনল সম নিজ রাজ।
এহেন বচন ভাবি মনে মন বিদ্যা বিলাসে মন সাজে ॥
সকল জ্যোতিষ জানএ বিশেষ যাত্রা করে শুভ দিনে।
দক্ষিণে মঙ্গল যাত্রায় উত্তম দ্বিতীয়া তিথি সুবিধানে ॥
রিষ্টা ইন্দ্রক্ষণ লগন ধিসন (?) হস্ত্যা নক্ষত্রত চান্দে।
বিজয়া মঙ্গল যোগ মহাবল যোগিনী বাম গেয়ানে ॥
গোপেতে রত্নমণি নটুয়া বাঙ্গুনি সখাতুল্য ভৃত্য একসঙ্গে।
জয় পত্র পুথি জথ চলে রাজ সুত বিদ্যা উদ্দেশে মনুরঙ্গে॥
দেখি বামে শিবা দক্ষিণে ভুজঙ্গমা পুরে জয় মনকার।
দেখি শুনি যাত্রী মনের আরতি উনমন[১] (তনুমন) বিদ্যাসার॥
বৈদেশে[২] কৈলা ধারী[৩] উজানী অনুসারি যাত্রাগতি অতিশয়।
পন্থে সঙ্গী ভনে সালতরু মনে বহুপন্থে আন কয় ॥
নদনদী সাগর কানন শিখর দুর্গম নাহিক গেয়ানে।
বিদ্যা অনুরাগে চলে মহাভাগে আর কিছু নাই মনে ॥
অহি সে মনে জাগে বিদ্যা অনুরাগে পন্থশ্রম কিছু নাহি জানে।
গতি অতি বেগে উজানীদেশ আগে গেল সুন্দর বিচক্ষণে ॥
সাহসে কর্ম ফলে জিজ্ঞাসি কুতুহলে জানিল নগর উজানী।
নানা মনুহর নৃপতি নগর পরম উজ্জ্বল রাজধানী ॥

১। মূলপাঠ—উনুমনু। ২। মূলপাঠ—বৈদেশী। ৩। ধারী—ধাওয়া (?), যাত্রা (?)

শ্রম শান্ত করি মন দেখে এক সাধুজন সত্য করি পুছিলা তখন।
বাজী ভৃত্য দিয়া বান্ধা বিদ্বানে যৌবন ছান্দা ওথা হোন্তে করিলা গমন ॥
ধরি বিদেশী বেশ পুথি দুই স্কন্ধদেশ প্রবেশিলা নগর উজানী।
দেখিলা নগর পাশে এক পুষ্পবন বাসে দেখে এক সুন্দর মালিনী ॥
রাজা রাজেশ্বর তনয় সুন্দর কর্ণসম দাতা বিচক্ষণ।
শ্রীপেরোজ সাহা পঞ্চগুণে অবগাহা ছিরিধর কবিরাজে ভণে ॥

॥ অথান্তরং মালিনী প্রবিশতি ॥
[রাঁগ ধানশ্রী]

খোপার উপরে শোভে বোলাঙ্কের ফুল।
বোলখানি বোলে যেন অমিয়া রাতুল ॥
নয়ান কটাক্ষ দিয়া বেকত যে হাস।
উজানি নগর মাঝে মালিনীর বাস ॥
হেট মাথে ফুল গাঁথে মালিনী সুচরিতা।
অঙ্গলাসে বেশ করে রূপে অদ্ভুতা ॥

[সুকৃতবৈক্ষণে ॥ রাগ কেদার গীয়তে ।]

জগত বিদিতা হের উজানি নগরী।
তাহাতে প্রচণ্ড রাজা বিক্রমকেশরী ॥
পুরুষ বিদ্বেষী বিদ্যা রাজার কুমারী।
তেকারণে কুমার তোমাকে পরিহরি ॥
বিদেশী কুমার হের তোমাকে বুঝাই।
রাজার কুমারে বাসা দিতে ভয় পাই ॥
যেবা 'নাগ' আছে জান দুষ্ট কোতোয়াল।
প্রতিদিন ঘর দুয়ার করন্ত বিচার ॥
পরদেশী পরবাসী যার ঘরে পাএ।
আপনে করিআ শাস্তি রাজাক জানাএ ॥

এরূপ যৌবন হের অভিনব কাম।
এ মহী মণ্ডলে নাই তোহ্মার উপাম ॥
যদি সে তোমারে আসি দেখে মোর ঘরে।
কি বুদ্ধি ভাবিআ মুই রাখিমু তোমারে ॥
যে হোক সে হোক মোরে রাখ আজি এথা।
অতীত তর্পণ ফলে রাখিব বিধাতা ॥
॥ অথান্তরং মালিনী কুমার প্রতি বিনয়ে কথয়তি ॥

[রাগ গান্ধার গীয়তে]

মালিনী লাগিল তবে করিতে বিনয়।
নৃপতি কুমার তুমি মোর মনে লয় ॥
আজু মোর ঘরে তুমি করহ বিশ্রাম।
কালুকা যাইবা মনে যথা অভিরাম ॥
পাও পাখালিতে জল বসিতে আসন।
উত্তম স্থানেতে বাসা দিলা ততক্ষণ ॥
নানাবিধি অতিথিরে করাইলা ভোজন।
উত্তম খাটেতে দিলা করিতে শয়ন ॥

[অথান্তরং কুমারঃ মালিনীস্থানে বিদ্যা চরিত্রং স্তুতিরতা সদাঃ। হেতুনৈকেন চরিতে বীরসিংহস্য বালিকা। যুবা পুরুষ বিদ্বেষী কথ্যতামস্য কারণম শ্রুত্বা সুকুমারং বিদ্যা চরিত্রঃ।]

বীর সিংহ রাজার পরমা বিদুষী বালা।

[রাগ পহিড়া]

স্বরূপ বচন কহ সুচরিতা মাসী।
কি হেতু রাজার কন্যা পুরুষ বিদ্বেষী ॥
কুমারী পড়িল নানা কাব্য অলঙ্কার।
উত্তর বুঝিতে কেহ না পারে তাহার ॥
নারী হৈয়া পড়ি হৈলা নানা বিদগধা।
যৌবন বিফল করে বড় অদ্ভুতা ॥

বিছ্যার প্রতিজ্ঞা শুন বিদেশী কুমার।
শাস্ত্রে যে জিনিতে পারে করে স্বয়ম্বর ॥
পড়িয়া গুনিয়া বিছ্যা মুর্খ সে আপনে।
অধমে জিনিত যদি কি হইত এখনে ॥
বচন এক বুলি শুন যদি মনে লএ।
শাস্ত্রেত জিনি তানে কর পরিণয় ॥
নারীক জিনিলে মোর কোন যশ ভাল।
বিছ্যার ওঝারে পড়াইমু কত কাল ॥
অজকত বাক্য কেনে বোলসি কুমার।……
মালিনীর বাক্য শুনি হাসে যুবরাজ।
চারিদিক জিনিলুম বিছ্যা কোন্ কাজ ॥
তাহা শুনিয়া মালিনীর উল্লসিত গাও।
অস্তে ব্যস্তে উঠিয়া পিঁড়িতে দিল পাও ॥
কুমারের বচন শুনিআ আনন্দিতা।
প্রভাতে বাহির হৈল মালিনী সুচরিতা ॥

[অথান্তরং মালিনী নিজ মুখে কুমারং সংপ্রূয়পুটসদ্মনং জগাম।
মালিনী মালাঞ্চ গন্ধান নানাপুষ্পমনোরমানষ্টানং বহুবিধ স্রজঃগৃহীত্বা জগাম।]

[রাগ গৌড়ী]

তাহা দেখি গুণসার তনয় সুন্দর।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত গমন-মন্তর ॥

[অথান্তরং মনোমুগ্ধা রূপং দিষ্ট্বা মলিনী বদতি—
আকাশাদবতীর্ণোহসি পুষ্পবাণঃ কিমুস্বয়ম্। রূপেণ মোহয়ন লোকাণ
লক্ষণেনচ ভূয়সা।]

[রাগ গম্ভীরা]

ভুবন মোহন রূপ দেখি অনুপাম।
স্বর্গ হোন্তে নামিয়াছে অভিনব কাম ॥

গন্ধর্বকুমার কিবা নতু বিদ্যাধর।
অনুমানে বুঝি তুহ্মি রাজার কুমার।
কি কারণে চাট বেশ ধরি ভ্রম দেশ।
কিসেরে আসিছ তুহ্মি কহ সবিশেষ॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিদ্যা-জিনিবার মনে।
জথেক কুমার আইল রাজ বিদ্যমানে॥
জিনিতে না পারিলা যে ফিরি গেল ঘর।
তাতে এক না দেখিলাম তোমা সমসর॥
মহৎ পণ্ডিত তুমি মনে কৈলুম সার।
স্বরূপ বচন মোত কহত কুমার॥
হেন শুনি সে কুমারে মনে মনে গুণি।
বিদ্যার যোগায় ফুল এহি সে মালিনী॥
নিবাস করিতে যোগ্য এ নারীর ঘর।
এতেক ভাবিয়া মনে দিলেক উত্তর॥
স্বরূপ বচন মোত কহত মালিনী।
কি নাম তোমার এহি কোন রাজধানী।

॥ মালিনী কথায়তি ॥
[রাগ ধানসী কামোদ]

বীরসিংহ নাম রাজা জগতে বাখানী।
তাহান নগর এহি নাম সে উজানী॥
শুন পরদেশীহের বাক্য সুচরিতা।
এহি নগরে ঘর জগত বিদিতা॥
উজানীর নাম শুনি জুড়াব পরানি।
সুধীর বচন মোত কহত মালিনী॥
শুন সুচরিতা হের শুন সুবদনি।
কার কার ঘরে ফুল যোগাও আপনি॥

কুমারের বাক্য শুনি মালিনীএ বোলে।
মহরিষ[১] হই অতি মন কুতুহলে ॥
যে-হোন্তে কুমারী বিদ্যা আছিল অবোলা।
সেই হোন্তে যোগাম পুষ্পের পঞ্চমালা ॥
তোমার বচনে মোর শ্রম হৈল সাম। (সম)
বাসাখানি দেঅ মোরে করিতে বিশ্রাম ॥
নৃপতি নসির শাহা তনয় সুন্দর।
সর্বকলা-নলিনী-ভুগিত মধুকর ॥
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা রসিক সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ[২] পরমাণ ॥

[অথান্তরং মালিনীস্থানে পরিমুগ্ধঃ সুন্দরঃ স্থানং প্রার্থয়তে—
দ্বিজমুখ্যস্য পুত্রোহহং পণ্ডিতঃপরদেশী বাসার্থং স্বগৃহং দেহি মালাকারিণি সম্প্রতি।]

[শ্রীরাগ]

আমি জান শুন কহি বিদেশী কুমার।
দ্বিজের তনয় আমি পণ্ডিত সংসার ॥
কোতুকে আইলুঁ আহ্মি তোমার নগর।
কে আছে পণ্ডিত এথা করিতে বিচার ॥
অস্তগত হেন দেখি এহি দিবাকর।
বিশ্রাম করিতে দেঅ আমা তোমার ঘর ॥
পালহ বচন মোর শুন সুলোচনী।
আজুএ তোমার ঘরে দেঅ বাসাখানি ॥
যদি আমি পরদেশী পরবাসী পাই।
স্তুতিবাদ করি তবে তাক রহাই ॥
আ ল[৩] পরবাসী বাসা দিতে বাসি ভএ।
তুহ্মি রাজপুত্র হেন মোর মনে লএ ॥

১। মহরিষ—(মহা+হরিষ) মহা আনন্দিত। ২। 'কবিরাজ' উপাধিটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তিনটে : (ক) 'চিকিৎসক' (খ) স্নাতকোত্তর উপাধি, অথবা (গ) রাজপ্রদত্ত উপাধি। তবে শেষোক্তটির যৌক্তিকতা বেশী। ৩। আ ল—অলো (সম্বোধন)।

পুনরপি সুন্দরে মালিনী তরে কএ।
আমা উপেক্ষিতে আজু তোমা যুক্তি নএ॥

॥ পুনঃ মালিনী বদতি॥

[রাজা বসতি দুর্বারো ন সাধুরপি তন্নরঃ।
পুরুষ বিদ্বেষী বিদ্যা ভীতাহহং তব রক্ষণে॥]
হাতেত ছোপরী লই মালিনী চলিল।
নানা পুষ্প মনুহর ফুটিছে দেখিল॥
আর কোন দিনে জথ না ফুটিছে ফুল।
সে ফুল ফুটিল আজি বিধি অনুকূল॥
হৈল মোর শুভদিন কুমার আগমনে।
অঙ্গনে না ফুটে ফুল এহি সে কারণে॥
হেন ভাবি মালিনী যেহেন কুতুহলে।
তুলিতে লাগিল ফুল কুন্দ শতদলে॥
জাতী জুতি মালতী যে চম্পা নাগেশ্বর।
লবঙ্গ গুলাপ জবা রাঙ্গল টগর॥
কেতকী বকুল নবমল্লী কুরুবক।
কদম্ব কাঞ্চন গন্ধরাজ টমলক॥
নিকুঞ্জ মাধবীলতা কমল কেদার।
বকভূমি চাম্পা আদি জথ পুষ্প আর॥
বাছি বাছি সাজি ভরি তুলিল হরিষে।
গাঁথিতে বসিল গিয়া কুমারের পাশে॥

। মালিনীস্থানে কুমার কথয়তি।

[রাগ কেদার]

শুনহ মালিনী হের বচন আমার।
স্বরূপ জানিঅ আমি রাজার কুমার॥
বিদ্যার উদ্দেশে আমি আসিছি নিশ্চএ।
তোর ঘরে রাখ মোরে যদি মনে লএ॥

এই ত নগরে জথ দিন পরবাসী।
তোমা ছাড়ি আন ঘরে না করিম বাসি॥
একেক সুবর্ণ নিত্য দিবাম তোমারে।
রন্ধন-ভোজন-শয্যা যোগাইবা আমারে॥
বৈদেশী কুমার হেন কাকে না বুলিঅ।
যে পুছে [তাক] ভগিণী-সুত সে কহিঅ॥
আমি ফুল গাঁথি তুহ্মি হাটে চলি যাঅ।
রন্ধন-ভোজন-শয্যা ঝাটে আনি দেঅ॥
কুমারে রাখিয়া পুষ্প থুহিল সেখানে।
মালিনী হাটেত গেল হরষিত মনে॥
বিদ্যা সনে তাক যদি করাম মিলন।
তবেসে মনেতে সুখ পাই বহু ধন॥
এথাত নির্জনে বসি কুমার সুন্দর।
বিনিসুতে হার গাঁথে অতি মনুহর॥
এই মতে পঞ্চমালা গাঁথিয়া সুসার।
দেখিতে মোহন রূপ বিজুলি সঞ্চার॥
আর জথ কুসুম মুকুল পঞ্চশত।
বিদ্যার দেবতা লাগি সজ্জা কৈলা তাত॥
হাট হোন্তে মালিনী আসিল সহসাত॥ ……
নৃপতি নসির সাহা তনয় সুন্দর।
সর্বকলা-নলিনী-ভুগিত মধুকর॥
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজা পরমাণ॥

[অথান্তরং মালিনীতাং পুষ্প মনোগ্রহিনীং গৃহীত্বা বিদ্যাপুর প্রবিশতি—
বিকচ রক্তচন্দনলিপ্তাগাত্র সুললিতগতিচিত্রচোর কন্যান্তনেত্রা।
নৃপসুরপুরবেশা চলন্তি—চলচিত্তামালিনী মাল্যহস্ত।]

[রাগ ধানশ্রী]

কানড়িয়া ছন্দে মালিনী বান্ধিয়াছে খোপা।
তছু 'পরে শুভিয়াছে শতগর্ভ চাম্পা ॥
শিরেতে সিন্দুর শোভে কাজল নয়নে।
রত্নমনি কুণ্ডল যে পরিছে শ্রবণে ॥…

[৮ম পত্রের পর পত্রাঙ্ক '২৭' চিহ্নিত শেষ পত্রের পাঠ]

শুনহ ভাই কোটোয়াল [বচন আমার]।
চোর নহে হেন জান রাজার কুমার ॥
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসার।
তাহা বিনু মোর [কোন] গতি নাহি আর ॥
হেন প্রভু মোহোর না কর নিগার[১]।
কৃপা কর—প্রাণনাথ দি যাঅ আমার ॥
হেন [কথা] শুনি রাজা কি বুলিব তোরে।…
রাজা [শ্রী] পেরোজ দ্বিজ কবিরাজে ভণে॥

[অথাঃ রাগ শ্রীগান্ধার]

[দূর হও] দূর হও রাজার কুমারী।
ধরিতে দুর্লভ চোর এড়িতে না পারি ॥
বীরসিংহ নরপতি দেখহ দুর্বার।
চোর না পাইলে প্রাণ লইব আমার ॥
বিশেষ ধরিয়া চোর যদি এড়ি যাই।
সবান্ধবে লৈব প্রাণ এড়াএড়ি নাই ॥
ক্রোধ করি বোলে শুন সব অনুচর।
ঝাটে চোর লই চল নৃপতি গোচর ॥
এথ শুনি 'দোসাতুর' নিঠুর বচন।
কুমারে করএ বিদ্যার মুখ আলোকন[২] ॥

১। নিগার < নিগ্রহ। ২। আলোকন < অবলোকন।

। অথান্তরং কুমার বিদ্যামুখমালোক্য কথয়তি ।

[শ্রীরাগ]

আ ল প্রিয়া যাও তুমি নিজ ঘর।
যে হোক সে হোক মোর রাজার গোচর ॥
ললাট-লিখন-দুঃখ অবশ্য ভুগিব।
শুভদশা হইলে পুনি তোমারে দেখিব ॥
একবার যেহেন দণ্ডকারণ্য বনে।
শ্রীরামের প্রিয়া সীতা হরিল রাবণে ॥
রাম বাণে ছেদিলেক দশকন্ধশিরে।
আনিলা সুন্দরী সীতা প্রেমের নির্ভরে ॥
তেনমত হইলেক তোমার আমার।
বিধি অনুকূলে মুখ দেখিমু তোমার ॥
শুনিয়া কুমারী কমলিনী।
রূপগুণ ভুবন-মোহিনী ॥
বজ্রাঘাত পড়িলেক শিরে।
যাইতে না পারে বাসা ঘরে ॥
শুনরে 'দোসাহু' নিদারুণ।
একবার হও অকরুণ[১] ।
তিলেক দেখম প্রিয়ের মুখ।
খেনে রহ মোহোর মুখ ॥
নৃপতি নসির সাহার নন্দনে।
ভোগ পুরে মেদনি মদনে ॥
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জান।
ছিরিধর কবিরাজ ভাণ ॥

১। অকরুণ—করুণাময়। 'অ' আগম ; তুঃ অকুমারী, অঝর।

। অথান্তরং বিদ্যা দোসাতৃস্থানে কথয়তি। কুমারী বিলাপয়তি।

রাগ কভূ (কাফ্রী)

না মারিঅ রে কোটোয়াল ভাই।
রাজার সাক্ষাতে নেঅ যে করে গোঁসাই ॥
তাহান সাক্ষাতে যঅ—কর উপকার।
এবার বাঁচিলে প্রাণ শুধিবেক ধার ॥
কান্তি অঙ্গে মারি তবে কুমারে ভমএ।
তুহ্মি প্রাণনাথ বিনে জীবন সংশএ ॥
আজি হোন্তে শূণ্য মোর হৈল দশ দিশ।
দিনমণি অস্ত যেন কমলিনী-ঈশ ॥
বিফল হইল মোর পয়োধর ভার।
কুমুদ কলিকা যেন মোর মুখে ছার ॥
বিফল হইল মোর নাভি সরোবর।
ভিঙ্গারের নাদ পুনি হৈল অন্তর ॥
অধর অমৃত মোর হৈল বিফল।
প্রাণনাথ বিনে মোর সকল বিকল ॥
কি লাগি পাপিষ্ঠ মোর বিধি নিদারুণ।
পাঞ্জর ভেদিআ মোর লৈল প্রাণধন ॥*

—o—

—আহমদ শরীফ

* সংস্কৃতাংশের পাঠ-সংশোধনে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবর্তী।

পরিশিষ্ট

সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' ঃ কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অর্থ

১। সর্বশান্তিসমন্বিতা, সর্বরত্নবিভূষিতা রত্নাবতী নাম্নী এক পুরী অতি উত্তর দিকের এক শুভদেশে বর্তমান। তথায় নীতিধর্মপরায়ণ গুণসার নামে এক নৃপতি বাস করিতেন। কলাবতী নাম্নী তাঁহার এক গুণশালিনী ভার্যাও ছিলেন। কালিকা দেবীর প্রসাদে রাণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম সুন্দর,—তিনি সর্বশাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া আখ্যাত ছিলেন।

৫। অতঃপর মালিনীর প্রবেশ ঃ—

মালীর প্রতি অনুরক্তা সুরক্তাধর-রঞ্জিতা সুন্দরী মালিনী সুন্দরের জন্য পুরীতে প্রেমরস-বারি দান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইতেছে।

৬। অতঃপর কামদেব-সদৃশ কুমারকে মালিনী প্রশ্ন করিলেন ঃ—

তুমি কি নিজের রূপে ও বহু সুলক্ষণে জগতকে মোহিত করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ স্বয়ং কামদেব ?

৭। অতঃপর কুমার (মালিনীর নিকট) স্থান প্রার্থনা করিতেছেন ঃ—

আমি জনৈক মুখ্যদ্বিজের পুত্র; পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্যই এখানে আসিয়াছি। হে মালিনী! তুমি সম্প্রতি আমার বাসের জন্য একটি গৃহ দাও।

৮। অতঃপর মালিনী আবার বলিল ঃ—

এখানে যে রাজা বাস করেন, তিনি দুর্দান্ত; তাঁহার লোকজনও সাধু নয়। (কিন্তু) তাঁহার বিদ্যা নাম্নী দুহিতা (অত্যন্ত) বিদুষী। তাই তোমাকে রাখিতে ভয় পাই।

৯। অতঃপর মালিনীর সহিত কুমারের কথোপথন ঃ—

হে সুচরিতে! বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা কি করিয়া পুরুষের ন্যায় বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহার কারণ বল। বিপ্রকুলে পুরুষেরাই বিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করে বলিয়া শুনি; রাজকন্যা বিদ্যা কি করিয়া বিদ্যাগর্বের দ্বারা গর্বিত হইল, বল।

সংশোধনী ঃ পৃঃ ১২২, পং ২৩—বিদ্যাবতী। পৃঃ ১২৩, পং ১৪—মার-জিয়াঅ। মূলপাঠ—মর জিঅ। পৃঃ ১২৭, পং ৯—অযুকত (অযুক্ত)। মূলপাঠ—অজকত।

—o—